ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও ইসলাম

[মানবসভ্যতা ধ্বংসের নীলনকশা]

মুফতি শরীফ মালিক

শিক্ষাসচিব ও সিনিয়র মুফতি

শাইখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা

কুড়াতলী, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

সূচি

ট্রান্সজেন্ডার মানে কী..৫
ট্রান্সজেন্ডারবাদ কী ৫
জেন্ডার আইডেন্টিটি, সেক্স ও জেন্ডার শব্দের পার্থক্য: ৬
ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়ার মধ্যে পার্থক্য: ৮
সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা ৯
ট্রান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৯
ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এর পেছনে কারা? ১১
ট্রান্সজেন্ডারবাদ কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ ১২
বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ এর যাত্রা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট ১৩
ট্রান্সজেন্ডারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দিলে সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্যাগুলো তৈরি হবে:
১) উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন ১৬
২। বিবাহের ক্ষেত্রে চরম হয়রানি ও বংশধারা ব্যহত হবে ১৬
৩। নারীরা চাকরির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হবে..................১৭
৪। নারীরা জেলখানায়, হসপিটালে, হোস্টেলে, টয়লেটে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঝুঁকিতে পড়বে- ১৭
৫। মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হবে- ১৮
৬। সামাজিক শৃঙ্খলা ধ্বংস ও নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় ১৮
৭। রাষ্ট্রীয় সংবিধান লঙ্ঘন ২০
জেন্ডার আইডেন্টিটি বা ব্যক্তি পরিচয়ে ইসলাম: ২১
ট্রান্সজিশন বা সৃষ্টির বিকৃতি সাধনে ইসলামী দৃষ্টিকোণ: ২৫
সৃষ্টির বিকৃতি দু'ধরনে হয়ে থাকে:
(এক) সরাসরি বিকৃতি (জাতিগত পরিবর্তন) ২৬
(দুই) মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনায়-পরিচয়ে বিকৃতি (গুণগত পরিবর্তন) ২৯
পরিচয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তন করা কবীরা গুনাহ ৩১
জন্মগত ত্রুটি বা শারিরিক সমস্যা সমাধানকল্পে অস্ত্রোপচার বা সার্জারি করার বিধান ৩১
সার্জারি ও হরমোন থেরাপির ক্ষতির দিকসমূহ ৩৪

সমকামিতা ও ফ্রি-সেক্স এর শরয়ী বিধান ৩৫
সমকামিতার শাস্তি...৩৭
আল্লাহর আযাবের ব্যাপকতা ৩৯
সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজমকে সমর্থন করা কুফরী ৪০
রাষ্ট্রীয় সংবিধানে হিজড়াদের বিষয়ে যা রয়েছে....................................৪১
হিজড়াদের বিভিন্ন মাসাইল..৪৩
হিজড়ার পরিচিতি? ৪৩
হিজড়ার কতো প্রকার...৪৪
হিজড়াদের উত্তরাধিকার বণ্টন পদ্ধতি ৪৬
হিজড়াদের পর্দার বিধান ৪৭
হিজড়াদের বিবাহ-শাদী ৪৯
হিজড়াদের দাফন-কাফন-গোসল ৫১
হিজড়াদের নামায ৫২
সরকার ও নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহবান ৫৩
বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দারুল ইফতা ও ফাতওয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ:
আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমি -এর সিদ্ধান্ত ৫৭
দারুল উলূম করাচির, পাকিস্তান -এর ফাতওয়া.............................৬০
দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত -এর ফাতওয়া................................৬৫
জামিআ বিন্নুরিয়া আলমিয়া, করাচি, পাকিস্তান-এর ফাতওয়া ৬৯

ট্রান্সজেন্ডার মানে কী?

রূপান্তরিত লিঙ্গ (ইংরেজিঃ Transgender) হলো সেসব ব্যক্তি যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ জন্মগত লিঙ্গ চিহ্ন হতে ভিন্ন। রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে ডাক্তারি সাহায্য কামনা করে তবে তাদেরকে অনেকসময় রূপান্তরকামী নামে ডাকা হয়। এছাড়াও রূপান্তরিত লিঙ্গ একটি শ্রেণিগত পরিভাষাঃ যাতে এমন ব্যক্তিদেরও যোগ করা হয় যাদের মানসিক লিঙ্গবোধ তাদের জন্মগত লিঙ্গচিহ্নএর বিপরীত (রূপান্তরকামী পুরুষ বা রূপান্তরকামী নারী), এছাড়াও এতে এমন শ্রেণীও অন্তর্ভুক্ত হয় যারা স্পষ্টভাবে নারীসুলভ বা পুরুষসুলভ নয় (জেন্ডারক্যুয়্যার বা বিচিত্রলিঙ্গ, যেমন দ্বৈতলিঙ্গ, সর্বলিঙ্গ, লিঙ্গতরল বা অলিঙ্গ)। রূপান্তরিত লিঙ্গের অন্যান্য সংজ্ঞার মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গও অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা রূপান্তরিত লিঙ্গকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। তবে মাঝে মাঝে, বিস্তৃত পরিভাষায় রূপান্তরিত লিঙ্গ বোঝাতে ক্রস-ড্রেসার বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধানকারীদেরকেও বোঝানো হয়, তাদের লিঙ্গবোধ যাই হোক না কেন। (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কী?

ট্রান্স মানে পরিবর্তন বা রূপান্তর, জেন্ডার মানে লিঙ্গ। ট্রান্সজেন্ডারের শাব্দিক অর্থ লিঙ্গ পরিবর্তন বা রূপান্তর। পরিভাষায় ট্রান্সজেন্ডার হলো, যারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেও কেবল খেয়াল-খুশির বশে বিপরীত লিঙ্গের মতো হতে চায়। অনেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার দাবি করে সার্জারি বা হরমোন ট্রিটমেন্ট করে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে। তবে এই মতবাদ অনুযায়ী সার্জারি না করে শুধু মুখে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দাবি করলেও তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে ধরে নিতে হবে।

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত যৌনাঙ্গ দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। বরং লিঙ্গ একটি সামাজিক ধারণা। কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে, তাহলে সে একজন পুরুষ। আবার কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী বলে মনে করে, তাহলে সে একজন নারী।

জেন্ডার আইডেন্টিটি, সেক্স ও জেন্ডার শব্দের পার্থক্য

এই শব্দগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। বিবিসি উল্লেখ করেছে 'As transgender activists acknowledge, it is a complex area, which can be difficult for those less than fully versed in a vast range of terms to negotiate.' (ট্রান্সজেন্ডার কর্মীরা এটা স্বীকার করেন যে, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। যাদের এবিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই তাদের জন্য এর ব্যখ্যা করা কঠিন।)

সেক্স এবং জেন্ডার শব্দ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও এই ফিল্ডের বিশেষজ্ঞ ছাড়া প্রায় সবাই গুলিয়ে ফেলেন। সমাজ বিজ্ঞানে দুটি জেন্ডার আইডেন্টিটি (নারী ও পুরুষ) হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত হলেও বর্তমান সময়ে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। জেন্ডার শব্দটি ব্যক্তির অস্তিত্ব বা পরিচয়ের প্রশ্ন। বর্তমানে ১০০টির বেশি জেন্ডার আইডেন্টিটি রয়েছে এবং এর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য গবেষণায় এই শব্দ দুটোর পরিপূর্ণ অর্থ অস্পষ্ট থাকলে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করতে পারে। এজন্য আমেরিকার National Institute of Health (NIH) এই শব্দ দুটোর পার্থক্য বুঝাতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় এবং ছবির মাধ্যমে তা তুলে ধরে। NIH-এর সজ্ঞা মতে সেক্স হচ্ছে– জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল বিষয় যেখানে ছেলে এবং মেয়ের দৈহিক গঠন, শরীরবৃত্তীয়, জেনেটিক এবং হরমোনগত পার্থক্য রয়েছে। অপরদিকে জেন্ডার হচ্ছে– সামাজিক বা মনস্ত্বাতিক পরিচয় যার সাথে বায়োলজির উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নেই।

জেন্ডার আইডেন্টিটি হচ্ছে– এক ধরনের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস বা অনুভূতি বা মানসিক অবস্থা (deeply internal sense of gender or a person's innate understanding of their own gender)। এটি যদি জন্মগত লৈংগিক পরিচয়ের সাথে সামঞ্জস্য হয় তবে তাকে সিসজেন্ডার (aligned between sex and gender) বলা হয়। যদি এই মানসিক অনুভূতি জন্মগত লিঙ্গের (not aligned between sex

and gender) সাথে অমিল হয় তবে তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়। একসময় ট্রান্সজেন্ডার বলতে যারা হরমোন এবং সার্জারির আশ্রয় নিতো তাদেরকে শুধু এই শব্দ দ্বারা বুঝানো হতো। বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে আম্রেলা বা গুচ্ছ শব্দ। এটি এলজিবিটি (LGBT) এবং নন-বাইনারি নামক শব্দের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কার্যত এই শব্দগুলো সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার বা হোমোসেক্সুয়ালিটির সাথে জড়িত। যে প্রক্রিয়ায় কোনো ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (ট্রান্স ম্যান বা ট্রান্স উইমেন) বাহ্যিকভাবে নিজের আইডেন্টিটি প্রকাশ করতে পারে তাকে ট্রান্সজিশন বলা হয়।

সেক্সুয়ালিটি ও জেন্ডার এই দুটি বিষয়কে একত্র করে এলজিবিটি শব্দ তৈরি হয়েছিলো। এলজিবিটি মুভমেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী প্লাটফর্ম, GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) ডেফিনেশন অনুযায়ী তিনভাবে ট্রান্সজিশন বা রূপান্তর হতে পারে-

সামাজিক রূপান্তর- নামের পরিবর্তন, নতুন সম্বোধন (pronouns, e.g they, hir), বেশভূষা পরিবর্তন, মেকাপ শুরু করা বা বাদ দেয়া, মেয়েদের অলংকার পরিধান শুরু করা বা বাদ দেয়া- ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, কলিগদের জানানোর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার হওয়া যায়।

আইনগত রূপান্তর- জন্ম সনদে সেক্স আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে জেন্ডার আইডেন্টিটি গ্রহণ, ন্যাশনাল আইডিকার্ড পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সোস্যাল সিকিউরিটি রেকর্ড, ব্যাংক একাউন্টে নাম পরিবর্তন করা।

মেডিকেল রূপান্তর- অত্যন্ত ব্যয়বহুল হরমোন ট্রিটমেন্ট এবং বিভিন্ন ধরনের সার্জারি করে অবয়ব পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু আমেরিকা এবং ব্রিটেনের ডাটা অনুযায়ী কমপক্ষে ৯৭% ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডারদের যৌনাঙ্গ (পেনিস বা যোনী) অক্ষত থাকে, যদিও তাদের শরীরের উপরের অংশ (মুখাবয়ব, স্তন, শারীরিক কমনীয়তা ইত্যাদি) পরিবর্তন হয়।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়ার মধ্যে পার্থক্য:

হিজড়ারা ট্রান্সজেন্ডার নয়- সম্প্রতি নিজেদের সুশীল দাবি করা কিছু মুক্তমনা দল ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেয়ার জন্য ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকারের কথা বলে তাদেরকে হিজড়াদের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার কখনোই এক নয়। হিজড়া (intersex) হলো একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা বা ডিসঅর্ডার। তারা প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী। যারা কোনোরূপ সার্জারি ছাড়াই এমন লিঙ্গ-প্রতিবন্ধীরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে যাদের কোনো হাত নেই, হিজড়ারাও তেমন। হিজড়া হওয়ার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রতি পাঁচ হাজার জনে একজন হিজড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডার কোনো জন্মগত অসুস্থতা নয়; বরং স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের সুস্থ-সবল লিঙ্গ পরিবর্তন করে বা সার্জারি ছাড়া নিজের আইডেন্টিটি চেঞ্জ করার নাম হলো ট্রান্সজেন্ডারবাদ। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, ট্রান্সজেন্ডার আর হিজড়া এক নয়।

একসময় ট্রান্সজেন্ডার বলতে যারা হরমোন এবং সার্জারির আশ্রয় নিতো তাদেরকে শুধু এই শব্দ দ্বারা বুঝানো হতো। বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে আম্রেলা বা গুচ্ছ শব্দ। এটি এলজিবিটি (LGBT) এবং নন-বাইনারি নামক শব্দের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কার্যত এই শব্দগুলো সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার বা হোমোসেক্সুয়ালিটির সাথে জড়িত।

অথচ দেশের প্রধান মিডিয়াগুলোসহ বিশ্বমিডিয়ায় হিজড়াদের ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে প্রচার করা হয়। এমন কি এমন শিরোণামও করা হচ্ছে ‘বাংলাদেশে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মুসলিম মাদরাসা’, বাংলাদেশের প্রথম রূপান্তরকামী সংবাদপাঠিকা’- এমন সজ্ঞায়ন স্পষ্ট মিসলিডিং যা ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। সম্প্রতি ভারতের হিজড়া গোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে সজ্ঞায়িত করায় প্রতিবাদ জানিয়েছে (The terms ‘Transgender’ and Hijra are not the same’ says Joya Sikder)। আমেরিকার বিখ্যাত গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টও এই বিষয়টা আলোকপাত করেছে যে, হিজাড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার এক নয় (Why

terms like ‘transgender’ don’t work for India’s ‘third-gender’ communities)। অন্যদিকে এলজিবিটি বা ট্রান্সজেন্ডারকে কোন অসুস্থতা, ডিসওয়ার্ডার বা কোনো মানসিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয় না। ট্রান্সজেন্ডার এর বাংলা অভিধানিক শব্দ হিজড়া লেখা হচ্ছে, আবার রূপান্তরকামীও বলা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ মিসলিডিং। (www.kalbela.com)

সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা:

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ৪৪টি অটোসোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রীর সেক্স ক্রোমোজোম হলো XX এবং পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম হলো XY। পুরুষের গ্যামেট (শুক্রাণু) X এবং Y ক্রোমোজোম বহন করে। কিন্তু স্ত্রীর গ্যামেট (ডিম্বাণু) বহন করে X এবং X ক্রোমোজোম। ভ্রুণের পূর্ণতার স্তরগুলোতে ক্রোমোজোম প্যাটার্নের প্রভাবে ছেলে শিশুর মধ্যে অন্ডকোষ আর কন্যা শিশুর মধ্য ডিম্বকোষ জন্ম নেয়। অন্ডকোষ থেকে নিসৃত হয় পুরুষ হরমোন এন্ড্রোজেন এবং ডিম্বকোষ থেকে নিসৃত হয় নারী হরমোন এস্ট্রোজেন। স্ত্রীর X ডিম্বাণুর সঙ্গে যদি পুরুষের Y শুক্রাণুর মিলন হয়, তবে সন্তান হবে XY অর্থাৎ পুত্র। স্ত্রীর X ডিম্বাণুর সঙ্গে যদি পুরুষের X শুক্রাণুর মিলন হয় তখন সন্তান হবে XX অর্থাৎ কন্যা। এক্ষেত্রে ভ্রুণের বিকাশকালে নিষিক্তকরণ ও বিভাজনের ফলে বেশকিছু অস্বাভাবিক প্যাটার্নের সৃষ্টি হয় যেমন XXY অথবা XYY। সাধারণতঃ XXY এবং XYY হলো অস্বাভাবিক সন্তান। (সূত্র: এইচ এস সি. জীব বিজ্ঞান (২য় পত্র) ৮ম অধ্যায়)

ট্রান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ:

এলজিবিটি আন্দোলন মূলধারায় এসেছিল ১৯৫৫ সালে সেক্স শব্দটির প্রতিভাষা হিসেবে জেন্ডার নামক শব্দ প্রবর্তনের মাধ্যমে। এরপর থেকে সমকামিতা ইস্যুতে অনেক শব্দ যুক্ত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত শব্দগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শুরুতে এটা পরিচিত ছিল গে এবং

লেসবিয়ান ইস্যু। বর্তমানে জেন্ডার আইডেন্টিটি ফিল্ডে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়া প্রসঙ্গে Annual Review on Law and Social Science নামক জার্নালে David Frank and Nolan Phillips উল্লেখ করেন- ‘The expansion of sexuality in society is self-reinforcing. The legitimation of each new identity endangers others. Thus, the old gay center on campus morphs into the lesbian and gay center, and then the LGB center, then the LGBT center and then the LGBTQ center, and at some point the LGBTQI center, and now even the LGBTQQIAAP center (lesbian, gay, bisexual, transgendered, queer, questioning, intersex, asexual, allies and pansexual).’

ট্রান্সজেডারবাদ নিয়ে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, এতে সমস্যা কী, সবাই তো আর এক রকম হয় না। ওদের সংখ্যাই বা আর কত। তারা তো আমাদের কোনো সমস্যা করছে না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। পশ্চিমা দেশগুলোতে এই মতাদর্শ পলিসি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং আইনগত সমস্যা গত কয়েক বছরে অনুধাবন করা যাচ্ছে। এটি হাজার হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গভিত্তিক সিস্টেমকে ওলোট-পালট করে দিচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নানা বিতর্ক। এক যুগ কম সময়ের মধ্যেই শিশু-কিশোরদের মাঝে ট্রান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি নেওয়ার হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আমেরিকায় ২০১০ তুলনায় জেন্ডার ডিস্ফোরিয়া (যারা নিজেদের ভুল দেহে আটকা পড়েছে বলে মনে করে) ইস্যুতে (এটা মানসিক সমস্যা মনে করা হয় না) ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসা শিশু-কিশোরদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫০০০%, ইংল্যান্ডের ছেলেদের মধ্যে বেড়েছে ১৪৬০%, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয়েছে ৫৩৩৭%। সুইডেনে বেড়েছে ১৪০০% এবং ডেনমার্কে বেড়েছে ৬৭,০০০%। ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুসারে আমেরিকার তরুণ প্রজন্মের (যাদের জন্ম ১৯৯৭-২০০২ সালে, এদের Z Generation বলা হয়) প্রায় ২১% এলজিবিটি আইডেন্টিটি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে যাদের জন্ম ১৯৬৫ সালের আগের হয়েছিল তাদের মধ্যে এটা ছিল মাত্র ২%। আমেরিকার এবং ব্রিটেনের তরুণ প্রজন্মের প্রায় ৪০% নিজেদের জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে সন্দিহান বা বিশ্বাসী নন, অর্থাৎ

নন-বাইনারি (এখনো জেন্ডার পরিচয়ে ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে)। অন্যভাবে বলা যায় তারা এলজিবিটি এই মতাদর্শে বিশ্বাসী।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এর পেছনে কারা?

এর অন্যতম কারণ হিসাবে রয়েছে পাশ্চাত্যের দর্শন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি পরিচয় ও মানবাধিকারের ধারণাসহ আরো অনেক কিছু। ষাটের দশক থেকে শুরু করে প্রায় ৫দশক ধরে অ্যামেরিকাতে চলে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার আন্দোলন। মিডিয়া, অ্যাক্টিভিজম, আইন-আদালতসহ নানাভাবে এ আন্দোলন চেষ্টা চালিয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের। বিকৃত যৌনাচারে আসক্ত লোকদের উপস্থিত করা হয় 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' আর 'সংখ্যালঘু' হিসেবে। বিকৃত যৌনতার বৈধতার দাবি তোলা হয় মানবাধিকারের নামে।

পঞ্চাশ বছর ধরে গড়ে ওঠে দাতা, এনজিও, অ্যাক্টিভিস্ট, মিডিয়া, উকিল, রাজনীতিবিদ আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। শেষমেষ ২০১৫ সাল নাগাদ সমকামিতা এবং 'সমকামী বিয়ে' পশ্চিমা বিশ্বে বৈধতা পেয়ে যায়। আর তার ঠিক পরপর, পাঁচ দশক ধরে গড়ে ওঠা এই নেটওয়ার্ক মনোযোগ দেয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচার ও প্রসারে।

এ নেটওয়ার্কের একদম উপরে আছে বিশাল সব দাতা। যারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এইসব বিকৃতির প্রসারে খরচ করে চলছে। তাদের টাকাগুলো দিয়ে গড়ে উঠছে নানান এনজিও। এনজিওগুলো রাজনীতিবিদদের কাছে দেনদরবার করছে, নানা ইস্যুতে মামলা ঠুকে দিচ্ছে, তৈরি করছে অসংখ্য অ্যাক্টিভিস্ট যারা ছড়িয়ে পড়ছে অনলাইন ও অফলাইন প্রচারণায়। একইসাথে এই দাতারা বড় বড় রাজনীতিবিদের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের পেছনেও টাকা ঢালছে, সেই সাথে শর্ত জুড়ে দিচ্ছে, ক্ষমতায় গেলে সমকামিতা আর ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে কাজ করতে হবে।

নিজ দেশে বৈধতা দেওয়ার পর শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ব্যবহার করে সারা বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের নামে বিকৃত যৌনতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কেনো এতো গুরুত্বপূর্ণ ?

সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে মন্তব্য- 'কেউ চাইলেও লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না' অথবা 'পুরুষ পুরুষই, নারী নারীই'- বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করে। আমরা এমন সময়ে বাস করছি যখন আমেরিকার মতো উন্নত দেশের সংসদে বিতর্কের বিষয় হয়- 'পুরুষ কি গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারে?' এ বছরের শুরুতে জেলখানায় এক ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগত পুরুষ) প্রকৃত নারীকে (রুমমেট) ধর্ষণের ইস্যুতে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) বাধ্য হোন। স্কুলের পাঠ্যক্রমে ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি মতাদর্শ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গত ২০ সেপ্টেম্বর কানাডার লক্ষ লক্ষ (মিলিয়ন মার্চ) পিতামাতা রাস্তায় নেমে আসেন।

আসন্ন আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ট্রান্সজেন্ডার একটি বড় ইস্যু হতে যাচ্ছে। তুরস্কের সাম্প্রতিক নির্বাচনে এলজিবিটি বড় একটি ইস্যু ছিল। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এরদোয়ান বলেন- এই বিজয় এলজিবিটি মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিজয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধ রক্ষার্থে এলজিবিটির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। চায়নাও একই মনোভাব পোষণ করে, এলজিবিটি গোষ্ঠীর প্রাইড মাসে রঙধনু পতাকা বহনের অপরাধে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে।

হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মৌলিক পার্থক্য না বুঝার করার কারণে ২০১৮ সালে পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার বিল সংসদে পাস হয়। কিন্তু জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মনস্তাত্ত্বিক জেন্ডার পরিচয় অন্তর্ভুক্তির কারণে সমাজে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে বিধায় কোর্ট ১৭ মে ২০২৩ আইনটি বাতিল ঘোষণা করে। সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো এলজিবিটির বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। এমনকি উগান্ডা পশ্চিমা ভিসা নিষেধাজ্ঞা, বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ স্থগিত করার মতো অর্থনৈতিক ব্যাপারকেও উপেক্ষা করেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শে বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে। জেন্ডার আইডেন্টিটি ইস্যুতে ইতালির সরকার পরিবর্তন হয়। সম্প্রতি হ্যাংগেরি ট্রান্সজেন্ডাদের লিগালাইজেশন বন্ধ ঘোষণা করেছে।

বিশ্বের বিখ্যাত টেক বিলিনিয়ার ইলন মাস্ক ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিয়ে পিতামাতাকে সচেতন রাখেন। এই বিষয়টির ভয়াবহতা অনুধাবন করাতে সম্প্রতি তিনি একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি (what is a woman) শেয়ার করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বের ১৭০ মিলিয়ন মানুষ ভিডিওটি দেখেছে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলোয় থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এত বেশি সোচ্চার হতেন না। (মোহাম্মদ সরওয়ার হোসেন: কালবেলা নিউজ ১৫নভেম্বর-২০২৩)

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ এর যাত্রা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে এই মিশনটি বাস্তবায়ন করতে কয়েকটি মাধ্যমে কাজ চলছে। তার মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে মিডিয়া। দুই ও তিনে যথাক্রমে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও আইন বিভাগ। চতুর্থ নম্বরে রয়েছে মানবাধিকার সংস্থা ও এনজিও। আর সকলেই আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহার করছে সরলমনা হিজড়াদের।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও তাদের অধিকার নিয়ে একটি মহল উঠেপড়ে লেগেছে। মিডিয়ায় হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে গুলিয়ে গুলিয়ে আর্টিকেল প্রকাশ করছে। হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়নের নামে সমকামীদের আইনি বৈধতার জন্য মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকেও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে ঢুকানো হয়েছে। 'শরীফার গল্প' নামে সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও ভূগোলের অনুশীলন বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্র্যাকের Gender Justice & Diversity-এর অধীনে 'সমতন্ত্র' নামে একটি সংস্থা কথিত নারী-পুরুষের সমতার নাম দিয়ে ট্রান্সজেন্ডারকে প্রমোট করছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের পোস্টারগুলোতে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডার

(এলজিবিটি)'র চিহ্নগুলো একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর সোশাল মিডিয়ার সমালোচনার কারণে সেগুলো সরিয়ে নেয়া হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সরকারি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে নিজেকে নারী দাবি করা জারা রহমান নামের এক পুরুষকে নারীদের সাথে সিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। (প্রথম আলো: ১৭ নভেম্বর-২০২৩)

২৪-২৫ নভেম্বর, ২০২৩-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের ক্যারিয়ার বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে পুরুষ হয়েও নারী সাজা 'হোচিমিন ইসলাম' নামের একজন ট্রান্সজেন্ডারকে অতিথি করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে অতিথিকে বাদ দেওয়া হয়। ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি। পরে চাপে পড়ে হোচিমিনের পক্ষে বিবৃতি দিতে হয়েছে নর্থ-সাউথকে। এমনকি ইউজিসি নর্থ-সাউথের কাছে এর জন্য ব্যাখ্যাও তলব করেছে। একদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় লিঙ্গ তথা হিজড়াদের নিয়ে বলেছেন। আর বিভিন্ন ব্যক্তি ও মিডিয়া এর অর্থ ধরে নিয়েছে সরকার ট্রান্সজেন্ডারদের পক্ষে।

দৈনিক সমকালের এক প্রতিবেদন জানাচ্ছে, দেশব্যাপী ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করছে ৩০টি কমিউনিটি বেজড্ অরগানাইজেশন। অত্যন্ত আশঙ্কার ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় আইন হচ্ছে। সে আইনটি পাস হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। ২০২২ সালে ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। ২০২৩ এর ২১ সেপ্টেম্বর সে খসড়া আইন উপস্থাপন করা হয়। দৈনিক ইত্তেফাক: ১১নভেম্বর-২০২৩ এর প্রতিবেদনে রয়েছে, ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার রক্ষায় আইন হচ্ছে: ৫৩টি ধারা সংবলিত এই আইনের খসড়া তৈরি করেছে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর, সার্বিক সহযোগিতায় আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাদের জন্মনিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, সম্পত্তিতে অধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার, এমনকি মৃত্যুর পর সৎকারের বিষয় সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ থাকবে আইনে।

উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, উক্ত খসড়া আইনে ট্রান্সজেন্ডারের ডেফিনেশন গ্লোবাল এলজিবিটি মুভমেন্টের অনুকরণে গ্রহণ করা হয়েছে। আত্ম-অনুভূত

পরিচয়ের (self-perceived identity) ভিত্তিতে 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা ব্যক্তির জৈবিক (বায়োলজিক্যাল) লিঙ্গ পরিচয়ের বিপরীত। ট্রান্সজেন্ডার শব্দের সাথে হিজড়া বা ইন্টারসেক্স গোষ্ঠীকে যুক্ত করার ফলে অনেকের কাছে বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া খুব স্বাভাবিক।

এক কথায় উক্ত আইনে হিজড়া ও রূপান্তরকামী সবাইকে ঢালাওভাবে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে পরিচয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আইনটিতে আরো বলা হয়, হিজড়া একটি সংস্কৃতি। তারা দলবদ্ধভাবে একটি সংস্কৃতি অনুসরণ করে মানুষের কাছে চেয়েচিন্তে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অনেক লিঙ্গবৈচিত্রময় মানুষ শিক্ষিত হয়ে স্বাভাবিক পেশা গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাই সবাইকে 'হিজড়া' নয়, 'রূপান্তরিত' নির্দিষ্ট করা হয় বলে জানান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা পরিচালক ড. মো. মোক্তার হোসেন।

আইনটি পাস হতে আর মাত্র দুটি ধাপ বাকি। ধারণা করা যায়, ২০২৪ বা বড়জোর ২০২৫ এর মধ্যে এই আইন সংসদে পাশ হয়ে যাবার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত: দেশের পাসপোর্টে লিঙ্গ পরিচয় উঠিয়ে জেন্ডার শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সরকারি ডকুমেন্টে সেক্স শব্দ উঠিয়ে ইদানীং জেন্ডার শব্দ ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (মার্চ ২০২৩-এ) সিএনএন কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সামাজিক প্রেক্ষাপটে এলজিবিটি আইডেন্টিটি স্বীকৃতি দেওয়ার বিপক্ষে বলে মন্তব্য করেন। ১৩ এপ্রিল ২০২২ সালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এই বিষয়ে শক্তিশালী বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, এলজিবিটি আমাদের ইসলাম ধর্মের পরিপন্থি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর যুগান্তর পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন- এলজিবিটিদের (লেসবিয়ান, সমকামী, রূপান্তরকামী) জন্য বাংলাদেশে আইন নেই এবং বাংলাদেশ তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। এ বিষয়ে জনাব শাহরিয়ার আলম বলেন, এটা আমাদের ইসলাম ধর্মের পরিপন্থি। পৃথিবীর এমন একটা

মুসলিম দেশ দেখান যারা এলজিবিটিকে অনুমোদন দেয়। যত দেশ বা সংস্থা থেকে চাপ আসুক না কেন এলজিবিটি প্রশ্নে কোনো ছাড় দেবে না বাংলাদেশ। এটা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বিরোধিতা করা হবে, ধর্মের সঙ্গে বিরোধিতা করা হবে। এ থেকে স্পষ্টত প্রতিয়মান হয়, ট্রান্সজেন্ডারিজম বাংলাদেশে ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। জোর করে এই মতাদর্শ আইনগতভাবে চাপানো হলে দেশের সামাজির শালীনতা ও নৈতিকতার ব্যাপক স্খলন ঘটবে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদকে আইনী বৈধতা দিলে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হবে

ট্রান্সজেন্ডারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দিলে সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্যাগুলো তৈরি হবে:

১) উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন

আমাদের সমাজে সম্পত্তি নিয়ে বেশিরভাগ হানাহানি, মারামারি, বিশৃঙ্খলা হয়। আমাদের দেশের প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় মূলনীতির আলোকে নির্ধারিত হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারকে আইনীভাবে বৈধতা দিলে, জন্মগত কোন মেয়ে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ (প্রকৃত মেয়ে) দাবি করে পুরুষের সমান সম্পত্তি পেতে আইনত বাধা থাকবে না। আমাদের দেশের মতো অত্যন্ত দুর্বল সামাজিক এবং আইনিব্যবস্থায় এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব কত ভয়ংকর হতে পারে তা অনুমেয়। জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়কে উপেক্ষা করা হলে সামাজিক ভারসাম্য কার্যত ভেঙে পড়বে।

২। বিবাহের ক্ষেত্রে চরম হয়রানি ও বংশধারা ব্যহত হবে

একজন পুরুষ যখন নিজেকে নারী দাবি করবে, আর সেই দাবি যখন সামাজিকভাবে আইন দ্বারা স্বীকৃত হবে, তখন তাকে বিয়ে করতে হবে পুরুষকে। অথচ জন্মগতভাবে তিনি নিজেই পুরুষ। একই কথা নারীর ক্ষেত্রেও। জন্মসূত্রে কোনো নারী যখন নিজেকে পুরুষ দাবি করবে, তখন তাকে নারীকে বিয়ে করতে হয়। অথচ তিনি নিজেই নারী। এভাবেই

ট্রান্সজেন্ডারের নাম ব্যবহার করে পৃথিবীব্যাপী সমকামিতার দ্বার উন্মোচন হবে।

আর ট্রান্সজেন্ডার নারী (বাস্তবে পুরুষ) যেমন কোনো দিন সন্তান জন্ম দিতে পারে না তেমনি ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ (বাস্তবে নারী)ও কখনো জনক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এভাবে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার সুযোগ তৈরি হলে এক সময় বংশধারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং লিঙ্গকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হতে পারে।

৩। নারীরা চাকরির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হবে

নারীরা বিভিন্ন কারণে সামাজিক বৈষ্যমের শিকার হয়। বৈষম্য নিরসণে নারীদের প্রমোট করতে চাকরিতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রাখা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারকে বৈধতা দিলে প্রকৃত নারীরা উপেক্ষিত হবে। কারণ ট্রান্সজেন্ডার নারী (বাস্তবে পুরুষ) নারী কোটায় চাকরি পেতে আইনী বাধা থাকবে না। যা হবে প্রকৃত নারীদের সাথে বে-ইনসাফী। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত সমস্যা তৈরি হতে পারে।

৪। নারীরা জেলখানায়, হসপিটালে, হোস্টেলে, টয়লেটে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঝুঁকিতে পড়বে-

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ট্রান্সজেন্ডার নারী (অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ) কোন হলে সিট পাবে? চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুরুষ ওয়ার্ড নাকি মহিলা ওয়ার্ড কোথায় স্থান পাবে? হোস্টেলে কেউ ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিলে তার স্থান কোথায়ও হবে? তারা কোন টয়লেট ব্যবহার করবে? দিন দিন এই সমস্যাগুলো পশ্চিমা সমাজে প্রকট হয়ে উঠছে। ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে মেয়েদের টয়লেট-কমন রুম ব্যবহার করার প্রাইভেসি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিব্রত অবস্থায় পড়েছে প্রকৃত মেয়েরা। ব্রিটেনের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী- জেলখানায় ১৭৬ জন ট্রান্সজেন্ডার নারীর (জন্মগত পুরুষ) ৭৬ জন যৌন নির্যাতনমূলক অপরাধে জড়িত হয়েছে। এদের ৩৬ জন ধর্ষণ (rape is defined as penetration with penis) এবং ১০

জন ধর্ষণের প্রচেষ্টার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে যে বিষয়টা জানা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে– ৯৭% (ব্রিটেন এবং আমেরিকার তথ্য মতে) এর বেশি ট্রান্সজেন্ডার নারীতে পুরুষাঙ্গ থাকে। যা রীতিমতো উদ্বেকের কারণ। বিবিসি নিউজে দেখা যায়, একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগত পুরুষ) একটি শিশুকে ধর্ষণের অপরাধে জেলখানায় যায়। পরে ছাড়া পেয়ে সে আবার একজন নারীকে ধর্ষণ করে। (বিবিসি নিউজ, ইংল্যান্ড, ১০ মে-২০২৩)

৫। মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হবে-

শারীরিকভাবে রূপান্তরের (মূলত বাহ্যিক) জন্য হরমোন চিকিৎসা করা হয়। European Journal of Endocrinology নামক বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্যানুসারে হরমোন চিকিৎসা নেওয়া ট্রান্সজেন্ডার নারীদের ৯৫% এর হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। ৫ বছর মেয়াদি ২৬৭১ ট্রান্সজেন্ডার নারীকে নিয়ে ডেনমার্কে স্টাডিটি পরিচালিত। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডারদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেশি। পিউবার্টি ব্লকার এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের সার্জারির কারণে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধাত্ববরণসহ বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। স্বাভাবিক যৌন মিলনে অভ্যস্ত মানুষের তুলনায় এলজিবিটি কমিউনিটিতে এইচআইভিতে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি কমপক্ষে ২৬ থেকে ৩০ গুণ বেশি। মাংকিপক্স ভাইরাসে আক্রান্তদের ৯৫% এর বেশি এলজিবিটি (সমকামী পুরুষ)-এ দেখা গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার (যেমন সিডিসির ডাটা অনুযায়ী এনাল ক্যান্সার সম্ভাবনা সমকামীদের ১৭ গুণ বেশি) হওয়ার ঝুঁকি সাধারণ জনসাধারণের তুলনায় বেশি যা বিভিন্ন গবেষণা উঠে এসেছে। আমেরিকায় সিফিলিস, গনোরিয়ার ৮৩% সমকামী কমিউনিটিতে দেখা যায়। (সূত্র:কালবেলা নিউজ ১৯ ডিসেম্বর-২০২৩)

৬। সামাজিক শৃঙ্খলা ধ্বংস ও নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়

ট্রান্সজেন্ডারকে আইনীভাবে বৈধতা দিলে প্রধানতম সমস্যা দুটি। **এক.** লিঙ্গভিত্তিক শৃঙ্খলা ধ্বংস। **দুই.** ফ্রি সেক্স ও সমকামিতার ব্যাপক প্রসার।

সমকামিতা এমন এক কুরুচিপূর্ণ কাজ, যা ইসলাম ধর্ম তো বটেই, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, সকল ধর্মেই জঘন্য অন্যায় এবং আমাদের দেশে আইনত অপরাধ। অথচ ট্রান্সজেন্ডার আইন প্রতিষ্ঠিত হলে এই ঘৃণ্য অপরাধ রোধে আইনত কোনো বাধা থাকবে না, যা এদেশের জন্য অভিশাপ বয়ে আনবে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে গ্রহণ করার ফলাফল হলো বিভিন্ন যৌন বিকৃতিকে স্বাভাবিক ও বৈধ বলে মেনে নেওয়া। নারী এবং পুরুষের মাঝের বিভেদ, সীমারেখা মুছে দেওয়া। যে নিজেকে যা দাবি করবে তা গ্রহণ করে নেওয়া। কারো শরীরের দিকে আর তাকানো হবে না। শুধু দাবির দিকে তাকানো হবে। দেহ যদি অর্থহীন হয় তাহলে অর্থহীন হয়ে যাবে নারী, পুরুষ, বিয়ে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা এবং পরিবারের মতো ধারণাগুলোও। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মূলত ভাষাগত, চিন্তাগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আইনীভাবে এই বিভাজনগুলো মুছে দেয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলন। এ মতবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সৃষ্টি ও সমাজের সব কাঠামো ভেঙে ফেলা।

পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্ষক ট্রান্সজেন্ডার না অবশ্যই। তবে ট্রান্সদের দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণ চোখে পড়ার মতো। সংবাদমাধ্যমগুলোতে এমন ধর্ষনের ঘটনা কম নয়। সেটা বিপরীত লিঙ্গের সাথে নয়; বরং ট্রান্সজেন্ডার নারী কর্তৃক অপর নারীকে ধর্ষণের ঘটনাই বেশি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু মুখে মুখে দাবি করলেই জেন্ডার আইডেন্টিটি পরিবর্তন হয় না। কপালে টিপ আর শাড়ি, গহনা, আলতা পরলেই নারী হওয়া যায় না। এমনকি অস্ত্রোপচার করে জন্মগত লিঙ্গ পরিবর্তন করলেও নয়। একই কথা নারী থেকে পুরুষ ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে **'না'** বলা সময়ের অপরিহার্য দাবি।

আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা পৃথিবীর বুকে তাদের উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারে। সৃষ্টির এই নিগুঢ় শৃঙ্খলা মেনে আজও মানবধারা এবং মানবসভ্যতা পৃথিবীর বুকে টিকে আছে। এই শৃঙ্খলা ধসে গেলে পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতা বিলুপ্ত হতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তাই, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এই অসুস্থ অনাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

৭। রাষ্ট্রীয় সংবিধান লঙ্ঘন:

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭৭ ধারার স্পষ্ট লঙ্ঘন। যেখানে বলা আছে, "কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে তাকে দুই বছর কারাদণ্ড দেয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অংকের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে"। ব্যাখ্যাঃ ধারা অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণে যৌনসঙ্গমের প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে লিঙ্গপ্রবেশের প্রমাণ যথেষ্ট হবে।

তাছাড়া ধারা ৩৯ (২)-এ "...জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা...অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে"দেশের নাগরিকদের চিন্তা ও বিবেকের সাধীনতা এবং বাক্-সাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এভাবে দেশের জনশৃঙ্খলা এবং সামাজিক শালীনতা ও নৈতিকতা বিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডের আইনি বৈধতা দিলে সাংবিধানিক কাঠামো যেভাবে নষ্ট হবে, মানুষের মধ্যে সংবিধানের গুরুত্বও কমে যাবে।

জেন্ডার আইডেন্টিটি বা ব্যক্তি পরিচয়ে ইসলাম

স্বাভাবিকভাবে মানবসভ্যতার ধারাবাহিকতা স্বামী-স্ত্রীর সমন্বয়ে সৃষ্ট নারী-পুরুষকেন্দ্রিক। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের পরিচিতি এই দু'ভাবেই বর্তায়–নারী ও পুরুষ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

অর্থ: হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; ***আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।*** আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঝা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (সূরা নিসা-১)

ইসলামী বিশ্বাস মতে সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হয়তো নারী বা পুরুষ। এর বাইরে মানুষের কোনো প্রকার নেই। কেননা, লিঙ্গবৈচিত্রময় মানুষগুলোও মূলত: পুরুষ বা নারী। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿﴾

এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। (সূরা নাজম-৪৫)

এ আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. বলেন:

قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ... قال أبوبكر لما كان قوله
الذكر والإنثى اسم للجنس استوعب الجميع وهذا يدل على انه لا يخلو
من أن يكون ذكرا أو أنثى وإن الخنثى وإن اشتبه علينا أمره لا يخلو من
أحدهما **(احكام القرآن للجصاص: ٥٥١/٣، زكريا)**

অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াতে (الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ) 'নারী-পুরুষ' শব্দ দুটিকে মূলত জাতির পরিচিতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, মানুষ এ দু'শ্রেণী তথা নারী বা পুরুষের বাইরে নন। আর লিঙ্গবৈচিত্রের বিষয়টি যদিও অস্পষ্ট, বাস্তবে তারাও উল্লিখিত দু'শ্রেণীর বাইরে নয়। (আহকামুল কুরআন: ৩/৫৫১, যাকারিয়া)

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন:

والخنثى هو الذي في قبله فرجان : ذكر رجل وفرج امرأة لا يخلو من
أن يكون ذكرا أو أنثى قال الله تعالى : { وأنه خلق الزوجين الذكر
والأنثى } وقال تعالى : { وبث منهما رجالا كثيرا ونساء } فليس ثم خلق
ثالث (المغنى لابن قدامة: ٤٣٦/٩، دار الحديث)

আর লিঙ্গবৈচিত্র, যার উভয় লিঙ্গ রয়েছে, সেও বাস্তবে হয়তো পুরুষ নতুবা নারী। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, " এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী।" আরো বলেন- "এ দু'শ্রেণী হতেই অগণিত নারী-পুরুষ বিস্তার করেছি।" অতএব, এক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো লিঙ্গ বা প্রকার নেই। (আল-মুগনি: ৯/৪৪৬)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن
يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
﴿٥٠﴾

অর্থ: নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তায়ালারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, ***যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন।*** নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (সূরা শুরা-৪৯-৫০)

মানুষের সৃষ্টি তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

অর্থ: হে মানব! আমি তোমাদেরকে ***এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি*** এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, ***যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও***। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত-১৩)

অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি পরিচয় হবে নারী-পুরুষ তথা লিঙ্গ/প্রজননতন্ত্রকেন্দ্রিক। আর এটা হয় জন্মগত। কেউ চাইলেই জন্মগত লিঙ্গ বা তন্ত্রের আমুল পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ ধারণ করা বৈধ নয়। তাছাড়া ডাক্তারি মতে সার্জারি ইত্যাদির মাধ্যমে বাহ্যিক পরিবর্তন করলেও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হয় না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

অর্থ: আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয় এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (সূরা রা'দ-৮)

তিনি আরো বলেন:

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না? অতঃপর সে ছিল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি

করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। ***অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।*** (সূরা আল-কিয়ামাহ-৩৬-৩৯)

নারী-পুরুষ হওয়া এটা নির্ধারণ করেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। রাসূল স. ইরশাদ করেন:

«إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ. **قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى** فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ. فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ. فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ».

অর্থাৎ পুরুষের বীর্য যখন মায়ের গর্বে বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তার অবয়ব, কান, চোখ, ত্বক, গোশত ও হাড্ডি সৃষ্টি করেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, হে রব! পুরুষ নাকি নারী? সুতারং আল্লাহ যা চান তা-ই সিদ্ধান্ত দেন আর ফেরেশতা লিখে ফেলে। ... (সহীহ মুসলি: ৬৮৯৬)

এ হাদিস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে লিঙ্গ দু'টি, নারী ও পুরুষ। অতএব, মানুষের ব্যক্তি পরিচয় হবে নারী-পুরুষ তথা লিঙ্গ/প্রজননতন্ত্রকেন্দ্রিক। এর বাইরে চিন্তা করা হবে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণ।

ডাক্তারি মতে সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে মৌলিক যে উপাদানগুলো থাকে:

(১) ক্রোমোজম। (২) প্রজননতন্ত্র। (৩) হরমোনগত বৈশিষ্ট্য। (৪) জাতিগত বা সত্ত্বাগত বৈশিষ্ট্য, প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী। উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ক্রোমোজম কখনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। প্রজননতন্ত্র কর্তন-প্রতিস্থাপন করা গেলেও পরিবর্তন করা যায় না। সার্জারি ও হরমোন থেরাপির মাধ্যমে হরমোনগত বৈশিষ্ট্য কিছুটা পরিবর্তন হয়।

کیا جنس کی تبدیلی ممکن ہے؟

لوگوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ جنس تبدیل کروا اور جب وہ جنس کی تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں جو کہ طبی طریقوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے جنسی خواص کو یعنی مرد سے عورت اور عورت سے مرد کے جنسی خواص میں عموماً جنیٹک سرجری کے ذریعے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جنس کی تبدیلی کو حقیقت میں درست نہیں کہا ہے۔ انسانوں میں جنس کی پہچان عموماً چار چیزوں سے ہوتی ہیں (۱) کروموسومز، (۲) تناسلی گلینڈز، (۳) ہارمون کی خصوصیات، (۴) بنیادی جنسی خواص اور بعض اوقات ثانوی جنسی خواص۔ مندرجہ بالا چیزوں میں کروموسومز تبدیل نہیں ہو سکتے، تناسلی گلینڈز ہٹائے جا سکتے ہیں لیکن تبدیل نہیں کئے جا سکتے جبکہ ہارمون کی خصوصیات آسانی کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ موجودہ ثانوی جنسی خواص سرجری کے ذریعے کسی حد تک تبدیل کئے جا سکتے ہیں، جب کہ غیر موجود خواص ہارمونز کے ذریعے پیدا کئے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مرد کو ایک مکمل عورت کی شکل میں لانا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، لیکن ایک عورت کو ایک مکمل مرد کی شکل میں لانا انتہائی مشکل ہے اور عموماً اس طرح کی تبدیلی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی کارکردگی محدود ہوتی ہے۔ (ڈاکٹر محمد عبد اللطیف، اسلام آباد میڈیکل کالج، پاکستان)

ট্রান্সজিশন বা সৃষ্টির বিকৃতি সাধনে ইসলামী দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টির মাঝে মানবদেহ হলো আল্লাহ তায়ালার অন্যতম সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা মানবদেহকে সৃষ্টির সেরা বোঝাতে গিয়ে চারটি শপথের মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন:

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَٰذَا الْبَلَدِ
الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

অর্থ: শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের এবং এই নিরাপদ নগরীর। আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। (সূরা ত্বীন-১-৪)

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সেটাই সর্বোত্তম। সবচেয়ে সুন্দর। মাধুর্যপূর্ণ।

আল্লাহপ্রদত্ত সুস্থ স্বাভাবিক আকৃতি পরিবর্তন কখনোই সুন্দর হতে পারে না। উপকারী হতে পারে না। একথা শুধু মানুষের আকৃতি ও শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়, বরং এই জগতে প্রতিটি জিনিসই তার ন্যাচারাল ও আল্লাহপ্রদত্ত আকৃতিতে সুন্দর। অতি সুন্দর করতে গিয়ে মানুষের হস্তক্ষেপ পতিত হলেই বস্তু তার আপন সৌন্দর্য হারায়।

আসমান-যমিনের সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

অর্থ: আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও যমিনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮৯)

এ আয়াত থেকেও একথা স্পষ্ট যে, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। মানুষ এগুলোর প্রকৃত মালিক নয়। তাই মানুষের জন্য নিজের খেয়াল-খুশিতে সৃষ্টিগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই।

সৃষ্টির বিকৃতি দু'ধরনে হয়ে থাকে, (এক) সরাসরি সার্জারি ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টিগত অঙ্গ ফেলে দিয়ে বিপরীত লিঙ্গের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা। **(দুই)** সরাসরি কর্তন বা প্রতিস্থাপন নয়; বরং মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনায়-পরিচয়ে বিপরীত লিঙ্গের গুণ ও স্বভাব নিজের মধ্যে ধারণ করা।

(এক) সরাসরি বিকৃতি (জাতিগত পরিবর্তন)। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٠

অর্থ: তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির

কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা রোম-৩০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (١١٨)
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا (سورة النساء ١١٩)

অর্থ: যার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। শয়তান বললঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (সূরা নিসা: ১১৮-১১৯)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া সুস্থ সবল লিঙ্গ পরিবর্তন ও বিকৃত করা নিঃসন্দেহে একটি শয়তানি কাজ।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যাক্তি শয়তানকে বন্ধু বানায় সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (সূরা নিসা- আয়াত: ১১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের আকৃতি পরিবর্তন ও বিকৃত করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি ব্যক্ত করেছেন।

হাদিস শরীফে আছে-

نہی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن النہی و المثلة

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুটতরাজ ও প্রাণীকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারীঃ ২৩১২)

প্রাণীকে বিকলাঙ্গ করা বলতে নাক, কান বা শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে বিকৃত করা বুঝায়। যেখানে নাক, কান কেটে বিকলাঙ্গ করা নিষেধ সেখানে একজন সুস্থ-সবল মানুষের কেবল নিজের খেয়াল-খুশির বশে স্তন বা লিঙ্গ কেটে ফেলা কিভাবে জায়েজ হতে পারে? এমন ঘৃণ্য কাজের স্বীকৃতির দাবি কখনোই যৌক্তিক হতে পারে না।

আমার হাত, আমার পা, আমার শরীর প্রকৃতপক্ষে আমার নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে দেয়া নেয়ামত। আমার ব্যক্তিসত্তার মালিকানা মূলত আল্লাহর। আমি চাইলেই আত্মহত্যা করতে পারি না। আমার ইচ্ছা হলেই আমার কোনো অঙ্গ অযথা কর্তন করার অধিকার আমার নেই। সার্জারির মাধ্যমে লিঙ্গ কর্তন করে নারী বা পুরুষের বেশ ধারণ করার অধিকার আমার নেই।

সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ
مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন: যারা সৌন্দর্য বর্ধনের নামে ভ্রু-প্লাক, কৃত্রিম চুল ব্যবহার, দাঁত সরু করণ, শরীরে উল্কি করে তাদের উপর আল্লাহর লানত। আমি কেন অভিশম্পাত করবো না যাদেরকে স্বয়ং রাসূল স. অভিশম্পাত করেছেন। তাছাড়া লানতের বিষয়টি কুরআনেও রয়েছে। (আর যা রাসূল স. ওহী হিসাবে নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো।) (সহীহ বুখারী: ৫৯৩১)

যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কেরাম যৌন চাহিদাকে নির্মুল করার জন্য অন্ডকোষ কর্তনের অনুমতি চাইলে রাসূল স. সকলকে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিলেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে: (হাদিস নং-৩৪৭৬)

عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا
نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ..الخ

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে সূরা নিসার ১১৯নং আয়াতের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে:

(ولأمرنهم فليغيرن) ممتثلين بلا ريث (خلق الله) عن نهجه صورة أوصفة ...الخ

অর্থাৎ শয়তান মানুষদেরকে আল্লাহ সৃষ্টির তথা মানবদেহের গুণগত বা সত্ত্বাগত আমূল পরিবর্তনের আদেশ দিবে। আর মানুষ তাতে সাড়া দিলে সে হবে শয়তানের বন্ধু। (তাফসীরে রুহুল মাআনী: ৩/৫৬৬, তাওফিকিয়্যাহ)

আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমির ফতওয়ায় বলা হয়েছে, "যে পুরুষ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পরিপূর্ণ পুরুষ এবং যে নারী সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পরিপূর্ণ নারী, তাদের জন্য ভিন্ন লিঙ্গে রূপান্তরিত হওয়া বৈধ নয়। এই ধরনের পরিবর্তনের চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেননা এটি আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতির নামান্তর। আর সৃষ্টির বিকৃতিকে মহান আল্লাহ শয়তান নির্দেশিত কর্ম বলে হারাম ঘোষণা করেছেন"। (কারারাত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি-পৃ: ৯৭)

অতএব ট্রান্সজেন্ডার তথা মানবসৃষ্টির বিকৃতি কখনোই মানবতার জন্য কল্যাণকর নয়। এটা আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও সৃষ্টিকে বিকৃত ও নষ্ট করার শামিল।

(দুই) মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনায়-পরিচয়ে বিকৃতি (গুণগত পরিবর্তন)

ইসলাম ধর্ম সৃষ্টির পরিবর্তনকে মারাত্মক অন্যায় হিসাবে বিবেচনা করে। তেমনি আচার-আচরণে, কথা-বার্তায় এবং বেশভুষায়ও বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্যতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি কুরআন-হাদিসে এটাকে অভিশম্পাতও করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা.বলেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

অর্থাৎ যে সকল পুরুষ নারীদের বেশভুষা গ্রহণ করে এবং যে সকল নারী পুরুষদের বেশভুষা গ্রহণ করে তাদের উপর রাসূল স. লানত (অভিশম্পাত) করেছেন। (সহীহ বুখারী: ৫৮৮৫)

হাদীসে নারী-পুরুষের পরস্পর সাদৃশ্য অবলম্বনকারীকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। হাদীসে আছে-

لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل يلبس لبسة المرأة و المرأة تلبس لبسة الرجل

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পুরুষের উপর লা'নত করেছেন যে নারীর ন্যায় পোশাক পরে এবং লা'নত করেছেন ঐ নারীর উপর যে পুরুষের ন্যায় পোশাক পরে। (মুসনাদে আহমদ-৮৩০৯)

আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরী রহ. লিখেন:

(لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال) أي المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم وسائر الحركات والسكنات ... (تحفة الأحوذي: ٨/٧٥)

যে সকল পুরুষ (জন্মগত) নারীদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে তাদের উপর রাসূল স. এর অভিশম্পাত। অর্থাৎ যারা সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে বেশভুষায়, পোশাকে, খেজাবে, কণ্ঠে, বাহ্যিক অবয়বে, কথা-বার্তায় এবং সকল কাজ-কর্মে ও উঠা-বসায়। ...(তুহফাতুল আহওয়াযী: ৮/৭৫)

উপরোক্ত আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নারী-পুরুষের বাহ্যিক সাদৃশ্যও হারাম এবং নিষিদ্ধ। তাহলে পুরোদস্তুর একটা অঙ্গহানি করে নারী পুরুষ হতে চেষ্টা করা এবং পুরুষ নারী হতে চেষ্টা করা কতটা ভয়াবহ ও জঘন্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন ঘৃণ্য কাজ দেশ ও জাতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় এবং অধঃপতন ছাড়া আর কিছু নয়। ট্রান্স মতবাদ শুধু কেবল দেশ ও জাতির জন্যই ভয়াবহ নয়; বরং এটি কুরআন ও হাদীসের সাথে সরাসরি বিদ্রোহের শামিল।

একথা ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত যে, লিঙ্গ পরিবর্তন করার মাধ্যমে একজন সুস্থ সবল পুরুষ কখনোই পরিপূর্ণ নারী হতে পারে না। এমন ট্রান্স নারী সন্তান

জন্ম দিতে পারে না। তার মাসিক ঋতুস্রাব হয় না। নারীসুলভ সামাজিক অনেক কাজই সে করতে পারে না। একই কথা নারী থেকে পুরুষ হতে চাওয়া ব্যাক্তিটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এতে নারীর সাথে পুরুষের এবং পুরুষের সাথে নারীর সাদৃশ্যই কেবল অর্জিত হয়। বাস্তবে নারী কখনো পুরুষ হতে পারে না। পুরুষও কখনো নারী হতে পারে না।

পরিচয়ের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরির্তন করা কবীরা গুনাহ

বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্যতা সম্পর্কীয় হাদিসের ব্যখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উল্লেখ করেন যে, ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন:

: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، والْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . رواه البخاري قال الحافظ : قال القرطبي : المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في لبس وزينة مختصات بهن ،... واللعن : يدل على أنَّ ما ذكر من الكبائر .

অর্থাৎ পুরুষদের জন্য নারীদের পোশাক, সাজ-সজ্জা ও নারীদের বিশেষায়িত বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ। .. আর রাসূল স. এর অভিশম্পাত প্রমাণ করে যে, কাজটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (তাত্বরিয়ু রিয়াজিস সালেহীন: ২/৩৯৫, শামেলা)

জন্মগত ক্রটি বা শারিরিক সমস্যা সমাধানকল্পে অস্ত্রোপচার বা সার্জারি করার বিধান

জন্মগত জেনেটিক সমস্যা বা ডিসঅর্ডারের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন কষ্টকর হলে বা জীবনমান উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত হলে আমূল পরিবর্তন তথা সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে এমন হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রাধান্যতম লিঙ্গের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যকে তরান্বিত করতে বা অনগ্রসর লিঙ্গের কার্যকারিতা ব্যহত করতে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ ইসলামে রয়েছে। সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে এমন পরিবর্তন সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ।

হাদিস শরিফ থেকে এ ধরনের অপারেশন বা সার্জারির অনুমতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি হাদিসে এসেছে, 'কুলাব যুদ্ধে সাহাবি আরফাজা বিন আসয়াদ রা.-এর নাক কেটে যায়। তিনি রূপার একটি কৃত্রিম নাক বানিয়ে নেন। কিন্তু এতে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। পরে রাসূল সা.-এর আদেশে একটি স্বর্ণের নাক বানিয়ে নেন।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪২২৬)

সুতরাং বোঝা গেল, প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রুটি সারাতে সার্জারি করা বৈধ। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম : ৪/১৯৫)

ফাতওয়া আমেদিয়াতে আল্লামা যায়নুল আবেদিন আল-আমেদী বর্ণনা করেন:

الفتاوى الآمدية: ٣٢٢/٢، دار الكتب العلمية

(س) هل يجوز للخنثى المشكل أن يزيل إشكاله بإجراء عملية جراحية طبية تؤدي إلى إيضاح أمره وإنهاء إشكاله أم لا؟

(ج) نعم يجوز له ذلك بل الأولى إزالة الإشكال وإيضاح أمره.

প্রশ্ন: লিঙ্গবৈচিত্রময় ব্যক্তির জন্য পরিচয় স্পষ্ট করার লক্ষ্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যেমে জন্মগত ক্রুটি দূর করা বৈধ কি-না?

উত্তর: হ্যাঁ, এটা বৈধ; বরং ক্ষেত্রবিশেষ আত্মপরিচিতি স্পষ্ট করার জন্য এটা উত্তমও বটে। (ফাতওয়ায়ে আমেদিয়া: ২/৩৭৭)

আল্লামা ওহবাতুজ জুহাইলী রহ. বলেন:

قال الزحيلي: وأما المشكل فهو من أشكل أمره فلم يعرف ذكورته من أنوثته، كأن يبول مما يبول منه الرجال والنساء معاً أو يظهر له لحية وثديان في آن واحد. والغالب مع تقدم الطب الحديث إنهاء إشكاله بإجراء عملية له تؤدي إلى إيضاح أمره انتهى . الفقه الإسلامي، جزء ١٠ ص ٢٩٠٠)

অর্থাৎ জড়-হিজড়া যার পরিচিতি অস্পষ্ট, সে পুরুষ নাকি নারী তা বোঝা যাচ্ছে না, যেমন-সে একই সাথে নর-নারী উভয়ের মুত্রনালী দিয়েই প্রস্রাব করে। অথবা একই সময়ে তার দাঁড়ি গজিয়েছে এবং স্তনও বড় হয়েছে। অধিকাংশ সময় এমন

জড়-হিজড়াদের ক্ষেত্রে পরিচিতি স্পষ্ট করবার জন্য আধুনিক সার্জারি করা হয়। (আল-ফিকহুল ইসলামি: ১/৭৯)

ফাতওয়া আমেদিয়াতে আরো বলা হয়েছে:

الفتاوى الآمدية: ٢/٣٧٧، دار الكتب العلمية

(س) هل يجوز إجراء العملية الجراحية لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة للمخنثين أم لا ؟

(ج) المخنث بفتح النون وكسرها هو المؤنث من الرجال، نعم يجوز تلك العملية الجراحية متى انتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة أو علامات الرجولية المغمورة باعتبار هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداوياً من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة. وإذا كان ذلك جاز إجراء الجراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الأنوثة بل إنه يصير واجباً باعتباره علاجاً متى نَصَحَ بذلك الطبيب الثقة. ولا يجوز مثل هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل ومن رجل إلى امرأة، انتهى باختصار (بحوث وفتاوى إسلامية جزء ٢ ص ٢٠٢ – ٢٠٣)

প্রশ্ন: হিজড়া বা জড়-হিজড়া যাদের আত্ম পরিচয় অস্পষ্ট, বাহ্যিকভাবে লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব হচ্ছে না, এমন হিজড়াদেরকে তার আত্মনিহিত লিঙ্গ পরিচয় স্পষ্ট করার জন্য অস্ত্রোপচার করা বৈধ হবে কি?

উত্তর: যদি শারিরিক অন্তর্নিহিত কোনো ত্রুটির কারণে পুরুষত্ব বা নারীত্ব প্রকাশ হতে বিঘ্ন ঘটে এবং অবিজ্ঞ ডাক্তারের মতে তা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নির্মূল সম্ভব হয়, তাহলে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা বৈধ। অন্যথায় নয়। আর শারিরিক ত্রুটির কারণে অসহনীয় কষ্ট হলে এবং বিজ্ঞ ডাক্তার সমস্যা নির্মূলে এটাকেই একমাত্র উপায় বললে, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। তবে শরয়ী ওজর ব্যতিত নিজের খেয়াল-খুশি ও প্রভৃতির তাড়নায় লিঙ্গ পরিবর্তন তথা নারী থেকে পুরুষ, পুরুষ থেকে নারী হওয়ার জন্য অস্ত্রোপচার বা শারিরিক বিকৃতি

সাধনের কোনো অনুমতি ইসলামে নেই। [ভাবার্থ] (আল-ফাতওয়া আল-আমেদিয়া: ২/৩৭৭, দারুল কুতুব)

তাফসীরে আযওয়াউল বয়ানে বলা হয়েছে:

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل، وبينا هناك أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من الله ورسوله. (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: سورة الحجرات: ص -٤١٥- {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:٣٤].

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিতে কেউ স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ এর মাঝখানে বৈচিত্রময় লিঙ্গধারী হলে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে তার সমস্যা দূরীভুত করা হলে তা হাদিসে বর্ণিত লানতের আওতাভুক্ত হবে না। (আযওয়াউল বয়ান: পৃ: ৪১৫, সূরা হুজরাত)

ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে–

الضروراتُ تُبِيُحُ المحظورات بشرطِ عدمِ نُقْصَانِها عنها: الاشباه والنظائر: ١/١٦٢

অতি প্রয়োজন স্বাভাবিক নিষিদ্ধ বিষয়কেও ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা না থাকার শর্তে বৈধ করে দেয়। (আল-আশবা ওয়ান নাযায়ের: ১/১৬২)

সার্জারি ও হরমোন থেরাপির ক্ষতির দিকসমূহ

শারীরিকভাবে রূপান্তরের (মূলত বাহ্যিক) জন্য হরমোন চিকিৎসা করা হয়। European Journal of Endocrinology নামক বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণার তথ্যানুসারে হরমোন চিকিৎসা নেওয়া ট্রান্সজেন্ডার নারীদের ৯৫% এর হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। ৫ বছর মেয়াদি ২৬৭১ ট্রান্সজেন্ডার নারীর নিয়ে ডেনমার্কে স্টাডিটি পরিচালিত। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডারদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেশি। পিউবার্টি ব-কার এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের সার্জারির কারণে চিরস্থায়ীভাবে বন্ধাত্ববরণসহ বিকলাঙ্গ হওয়া হয়। স্বাভাবিক সেক্সুয়াল প্র্যাক্টিশে অভ্যস্ত মানুষের তুলনায় এলজিবিটি কমিউনিটিতে এইচআইভিতে সংক্রামিত হওয়ার ঝুঁকি কমপক্ষে ২৬ থেকে

৩০ গুণ বেশি। মাংকিপক্স ভাইরাসে আক্রান্তদের ৯৫% এর বেশি এলজিবিটি (সমকামী পুরুষ)-এ দেখা গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার (যেমন সিডিসির ডাটা অনুযায়ী এনাল ক্যান্সার সম্ভাবনা সমকামীদের ১৭ গুণ বেশি) হওয়ার ঝুঁকি সাধারণ জনসাধারণের তুলনায় বেশি যা বিভিন্ন গবেষণা উঠে এসেছে। আমেরিকায় সিফিলিস, গনেরিয়ার ৮৩% সমকামী কমিউনিটিতে দেখা যায়।

মানসিক সমস্যা: ট্রান্সজেন্ডার স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হিসেবে নিজেদের মনে করলেও বা সমাজে উপস্থাপন করলেও তারা অনেক মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে সাধারণ মানুষের তুলনায় ১৪ গুণ বেশি আত্মহত্যা চিন্তা এবং ২২ গুণ আত্মহত্যা প্রচেষ্টা নেয়। তাছাড়া তাদের মাঝে মাদকাসক্তি, নিজে নিজের ক্ষতি করা (self-harm), ডিপ্রেশন, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদির প্রবণতাও অনেক বেশি। এলজিবিটি কমিউনিটি তাদের এই মানসিক যাতনার জন্য দায়ী করে পরিবার এবং সমাজের অবজ্ঞা এবং অবহেলাকে। কিন্তু চরম বাস্তবতা হচ্ছে– সমাজের হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত সুস্থ এবং স্বাভাবিক রীতি-নীতি, আইনকানুন আবেগবশত উপেক্ষা করলে মানসিক চাপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ অবস্থায় ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি সামাজিকীকরণ হলে বাংলাদেশের মতো স্বল্প রিসোর্স সম্বলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হবে।

সমকামিতা ও ফ্রি-সেক্স এর শরয়ী বিধান

LGBT: L-লেসবিয়ান: নারী সমকামী। G-গে: পুরুষ সমকামী। B-বাইসেক্সুয়াল: উভকামী। T-ট্রান্সজেন্ডার: রূপান্তরকামী। সবগুলোর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

মানবদেহের বাহ্যিক ইন্দ্রীয়ের পাশাপাশি সৃষ্টিগতভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ দিয়েছেন। যার ফলে প্রত্যেকে স্বভাবজাত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্ত ও কমনীয়। উভয় শ্রেণীর বৈধ সম্মিলনেই বংশবিস্তার ও মানবধারা অব্যহত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। (সূরা নাবা-৮)

অর্থাৎ মানুষের জৈবিক চাহিদা নিবারণের জন্য জন্মের আগ থেকেই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গী নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিবাহ করো নারী থেকে। আল্লাহ বলেন:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ.

...তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও... (সূরা নিসা-৩)

এখান থেকেও স্পষ্ট যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য নারী এবং নারীদের জন্য পুরুষ তথা বিপরীত লিঙ্গ-ই নির্দিষ্ট। এর বাইরে অর্থাৎ নারীর জন্য নারীকে বা পুরুষের জন্য পুরুষকে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (সূরা নামাল-৫৫)

এমনকি যারা আন্তঃলিঙ্গের প্রতি আসক্ত তাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরূষদের সাথে কুকর্ম কর? এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা শুআরা-১৬৫-১৬৬)

সমকামিতার শাস্তি

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ »

অর্থাৎ তোমরা যাদেরকে কওমে লূতের কাজে লিপ্ত পাবে তখন কর্তা ও কৃত উভয়কেই হত্যা করো। (আবু দাউদ: ৪৪৬৪, সুনানে কুবরা: ১৭৪৭৫)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به و من وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة معه .هذا حديث صحيح الإسناد

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন: তোমরা যাদেরকে কওমে লূতের কাজে লিপ্ত পাবে তখন কর্তা ও কৃত উভয়কেই হত্যা করো। আর যদি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে অপকর্মে লিপ্ত পাও তবে অপকর্মকারী ও জন্তু উভয়কেই হত্যা করো। (আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন: ৮০৪৯)

আল-মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ গ্রন্থে রয়েছে:

حكم اللواطة: اشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن تكون الموطوءة امرأةً فلا حدّ عنده فيمن عمل عمل قوم لوط ، ولكنّه يعزّر ويسجن حتّى يموت أو يتوب ، ولو اعتاد اللّواطة قتله الإمام محصنًا كان أو غير محصن سياسةً .

হানাফি মাযহাব মতে সমকামিদের শাস্তি হলো তা'যীর (লঘু দণ্ড) ও জেল। তাওবার আগ পর্যন্ত কারাবন্দী করে রাখা হবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাওবা না করলে কারাবন্দী অবস্থায় মৃত্যু হবে। আর সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে মুসলিম শাসক তাকে বিচারিকভাবে হত্যা করবে চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। (আল-মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ: ২৪/৩৩)

আল্লামা শামী রহ. উল্লেখ করেন:

أَنَّ اللِّوَاطَةَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنْ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُبَحْ بِطَرِيقٍ مَا لِكَوْنِ قُبْحِهَا عَقْلِيًّا ، وَلِذَا لَا تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ . (رد المحتار: ٤٠٩/٢ الشاملة) كتاب الاكراه

অর্থাৎ হারাম হওয়ার দিক থেকে সমকামিতা যিনার চেয়েও মারাত্মক। কেননা, এটার নিন্দনীয়তা সুস্থ জ্ঞান এবং চিন্তাগত হওয়ায় কোনোভাবেই বৈধতার সুযোগ রাখে না। আর এ কারণেই সমকামীরা জান্নাতে যাবে না। (ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৪০৯, শামেলা)

আল-জাওহারাহ গ্রন্থে রয়েছে:

(... عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُعَزَّرُ) وَيُودَعُ فِي السَّجْنِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ كَالزِّنَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ (الجوهرة النيرة: ١٣٤/٥، الشاملة)

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে কেউ সমকামিতায় লিপ্ত হলে তাকে লঘু শাস্তি প্রয়োগ করা হবে এবং কারাবন্দী করে রাখা হবে। আর আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সমকামিতা হলো যিনার মতো, তাই সমাকামীর উপর যিনার শরয়ী দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। (আল-জাওহারাতুন্নায়্যেরাহ: ৫/১৩৭)

হাসান বসরী রহ. বলেন:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يَأْتِى الْبَهِيمَةَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِى.

যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে অপকর্ম করে বা সমাকামীতায় লিপ্ত হয় সে যিনাকারীর বিধানভুক্ত। (মুস্তাদরাক:হাদিস নং-১৭৪৮৮)

হিদায়ার ব্যখ্যা গ্রন্থ আল-ইনায়াতে উল্লেখ আছে:

(ومن أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر ، وزاد في الجامع الصغير: ويودع في السجن ، وقالا : هو كالزنا فيحد) .... وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ إلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ عِنْدَهُ لِمَا بَيَّنَّاهُ (العناية شرح الهداية: ١٩٢/٧)

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর পশ্চাদপদ বা সমকামিতায় লিপ্ত হলো, তার উপর যিনার শাস্তি প্রয়োগ না হলেও লঘু শাস্তি প্রযোজ্য হবে। জামেউস সগীরে বলা হয়েছে তাকে কারাবন্দী করা হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে, উক্ত কাজগুলো যিনার মতোই। তাই তাদের উপর যিনার শরয়ী শাস্তি প্রয়োগ

হবে। ... আর হাদিসে বর্ণিত মৃত্যুদন্ড মূলত রাষ্ট্রীয়ভাবে বা যারা সমকামিতাকে বৈধ মনে করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (আল-ইনায়া: ৭/১৯৪)

ثلاثةٌ لا يدخلون الجنّةَ: العاقُّ لوالدَيه، والدَّيُّوثُ، ورَجِلَةُ النِّساءِ،

(صحيح الترغيب: ٢٠٧٠)

তিন শ্রেণীর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। দুই. দাইয়্যুস। তিন. নারীদের বেশধারী পুরুষ। (সহীহুত তারগীব: ২০৭০)

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭৭ ধারায়ও সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা আছে, "কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে তাকে দুই বছর কারাদণ্ড দেয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অংকের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে"। ব্যাখ্যা: ধারা অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণে যৌনসঙ্গমের প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে লিঙ্গপ্রবেশের প্রমাণ যথেষ্ট হবে।

আল্লাহর আযাবের ব্যাপকতা:

কোনো সমাজে যখন ব্যাপকহারে অন্যায়-অবিচার ও সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা চলতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আসমানী আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন। কাউকে সাথে সাথে আঁকড়ে ধরেন, আবার কারো বেলায় সুযোগ দেন। তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড় দিলেও ছেড়ে দেন না। আর জাতির কিছু মানুষের বদ আমলের কারণে আজাব নাজিল হলেও তা কিন্তু ব্যাপক হয়। অর্থাৎ তা পুরো সমাজ বা জাতির উপর সমানহারে নাজিল হয়। তাতে খারাপ মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি সমাজের ভালো মানুষগুলোও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খারাপ মানুষ তাদের আমলের শাস্তি ভোগ করেন আর ভালো মানুষ তার দায়িত্ব পালন ও সমাজের হক আদায় না করার কারণে শাস্তির সন্মুখিন হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর। (সূরা আনফাল-২৫)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

অর্থ: অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (সূরা হুদ: ৮২-৮৩)

বোঝা গেলো জাতির কিছু সংখ্যক মানুষের বদ আমলের কারণে যদি আজাব-গজব নাজিল হয় তা থেকে ভালো মানুষগুলোও নিস্তার পায় না। এক্ষেত্রে সমাজকে সকল প্রকার অবিচার-অনৈতিকাতা থেকে বাঁচানোর জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এগিয়ে আসা জরুরী। অন্যথায় দোষ না করেও শাস্তি পেতে হয়।

সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডারিজমকে সমর্থন করা কুফরী

ব্যভিচার প্রসারে সমর্থনকারী ও সহযোগীতাকারীর জন্য রয়েছে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ: যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো হালালকে হারাম মনে করা বা হারামকে হালাল মনে করা স্পষ্ট কুফুরি। আহমাদ বিন মুহাম্মদ আত-তাহত্বাবী রহ. বলেন:

من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر (حاشية الطحطاوي على الدر: ٧٤/١)

যে ব্যক্তি বিধিত কোনো হারামকে হালাল মনে করে বা হালালকে হারাম মনে করে সে ঈমানচ্যুত। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ্দুর: ১/৭৪)

আল্লামা শামী রহ. বর্ণনা করেন:

قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ : مَنْ اعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا أَوْ عَلَى الْقَلْبِ يَكْفُرُ إذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ . (رد المحتار: ٤٠٩/٢ الشاملة)

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. খুলাসুতুল ফাতওয়ার বরাতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করে বা হালালকে হারাম বলে বিশ্বাস করে সে ঈমানচ্যুত বলে গণ্য হবে। (ফাতওয়ায়ে শামী: ২/৪০৯, শামেলা)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ কনে:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

অর্থ: যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল-াহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা: ২০৫)

রাষ্ট্রীয় সংবিধানে হিজড়াদের বিষয়ে যা রয়েছে

হিজড়া সম্প্রদায়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকার ২০১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হিজড়া সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পরিচয় স্বীকার করে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসাবে জাতীয় পরিচয়পত্রে একটি পৃথক লিঙ্গ বিভাগ চালু করে। এই স্বীকৃতি হিজড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তারা ভোট দানের স্বীকৃতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিও পায়।

তাছাড়া বায়োলজিক্যালভাবে অপ্রাপ্ত বয়সে অগ্রসর লিঙ্গের ভিত্তিতে আর প্রাপ্ত বয়সে প্রজননতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচিতি নির্দিষ্ট করে নাগরিক সকল অধিকার ও সুবিধা অর্জনে সাংবিধানিক কোনো বাধা নেই।

বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর হিজড়া ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দশ হাজার হিজড়া রয়েছে (বেসরকারী হিসাবে তাদের সংখ্যা আরো বেশি)। অথচ সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেটে শুধু তাদের প্রশিক্ষণ খাতেই বরাদ্দ রয়েছে: ৫,৫৬,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ) টাকা। ...

হিজড়া সম্প্রদায়ের অধিকারের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা এবং কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য আলেমদের তত্ত্বাবধানে পৃথক শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে।

হিজড়াদের বিভিন্ন মাসাইল

সুস্থতা-অসুস্থাতা সবই আল্লাহর দান। হিজড়া হওয়াও আল্লাহরই ইচ্ছা। এতে দুনিয়ার কারো হাত নেই। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কোনো অঙ্গ দান করেন, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেন। (সূরা-আলে ইমরান-০৬)

হিজড়ার পরিচিতি:

হিজড়া (intersex) হলো একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা বা ডিসঅর্ডার। তারা প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী। যারা কোনোরূপ সার্জারি ছাড়াই এমন লিঙ্গ-প্রতিবন্ধীরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা যেভাবে দ্বৈতলিঙ্গসম্পন্ন হয়ে জন্ম নেয় আবার কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যিক লিঙ্গহীনও হয়। বহুক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের কার্যকারিতা ও চাহিদা সমান সমান থাকে, আবার কোনো ক্ষেত্রে কোনো এক লিঙ্গের কার্যকারিত ও চাহিদা প্রবল থাকে, অন্যটি অকার্যকর। দ্বৈতলিঙ্গ বা উভলিঙ্গধারীর কোনো একটি লিঙ্গের কার্যকারিতা ও চাহিদা প্রবল থাকলে শরীয়া আইনে উক্ত চাহিদাসম্পন্ন লিঙ্গের ভিত্তিতেই তার পরিচয় নির্ণিত হয়। আর উভয়টির কার্যকারিতা ও চাহিদা সমান সমান থাকলে বা উভয়টি পূর্ণ অকৃতকার্য হলে শরীয়তের ভাষায় তাকে الخنثى المشكل তথা জড়-হিজড়া বলা হয়। পৃথিবীতে এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহতে আছে:

أقسام الخنثى: ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل:

أ - الخنثى غير المشكل : من يتبيّن فيه علامات الذّكورة أو الأنوثة ، فيعلم أنّه رجل ، أو امرأة ، فهذا ليس بمشكل ، وإنّما هو رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة ، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.

ب - الخنثى المشكل: هو من لا يتبيّن فيه علامات الذّكورة أو الأنوثة ، ولا يعلم أنّه رجل أو امرأة ، أو تعارضت فيه العلامات، فتحصّل من هذا أنّ المشكل نوعان : نوع له آلتان ، واستوت فيه العلامات ، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنّما له ثقب. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/٨٣، الشاملة)

হিজড়া দুই প্রকার: (১) স্বাভাবিক হিজড়া। যার মধ্যে নারী বা পুরুষের লিঙ্গ বিদ্যমান। সে হয়তো পুরুষ, না হয় নারী। ইসলামে এমন হিজড়াদের পরিচয় জন্মগত লিঙ্গ বা প্রজনন সক্ষমতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

(২) জড়-হিজড়া “খুনছা মুশকিল”। যার মধ্যে নারী-পুরুষ কারোই নিদর্শন স্পষ্ট নয়। তাকে না নারী বলা যায়, না পুরুষ। অথবা নিদর্শন আছে তবে একটা অন্যটার বিরোধী। এথেকে বোঝা গেলো, জড়-হিজড়াও দু'প্রকার। কিছু আছে যারা উভলিঙ্গ বা দ্বৈতলিঙ্গ এবং উভয়টির কার্যকারিত সমান। কিছু আছে যাদের কোনো লিঙ্গ-ই নেই; বরং শুধু ছিদ্র আছে। (আল-মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ: ৮/৮৪, শামেলা)

আল-মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ গ্রন্থে হিজড়াদের লিঙ্গ পরিচয় নির্ণয়ের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

ما يتحدّد به نوع الخنثى: يتبيّن أمر الخنثى قبل البلوغ بالمبال ، وذلك على التّفصيل الآتي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذّكر فغلام ، وإن بال من الفرج فأنثى ، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن المولود له قبل وذكر ، من أين يورث ؟ قال يورث من حيث يبول » وروي عليه الصلاة والسلام « أتي بخنثى من الأنصار ، فقال : ورّثوه من أوّل ما يبول منه. «

ولأنّ منفعة الآلة عند الانفصال من الأمّ خروج البول ، وما سواه من المنافع يحدث بعدها ، وإن بال منهما جميعًا فالحكم للأسبق، وروي ذلك عن عليّ ومعاوية ، وسعيد بن المسيّب ، وجابر بن زيد وسائر أهل العلم.

وإن استويا فذهب المالكيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة إلى اعتبار الكثرة.

وأمّا بعد البلوغ فيتبيّن أمره بأحد الأسباب الآتية : إن خرجت لحيته ، أو أمنى بالذّكر ، أو أحبل امرأةً ، أو وصل إليها ، فرجل، وكذلك ظهور الشّجاعة والفروسيّة ، ومصابرة العدوّ دليل على رجوليّته كما ذكره السّيوطيّ نقلاً عن الإسنويّ.

وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض ، أو أمكن وطؤه ، فامرأة ، وأمّا الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته ، وتقدّم على جميع العلامات المعارضة لها.

وأمّا الميل ، فإنّه يستدلّ به عند العجز عن الإمارات السّابقة، فإن مال إلى الرّجال فامرأة ، وإن مال إلى النّساء فرجل ، وإن قال أميل إليهما ميلاً واحداً ، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل . قال السّيوطيّ : وحيث أطلق الخنثى في الفقه ، فالمراد به المشكل.

সারসংক্ষেপ: শিশু হিজড়ার লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করার নিয়ম হলো, দেখতে হবে সে পেনিসের মাধ্যমে প্রস্রাব করে নাকি যোনির মাধ্যমে প্রস্রাব করে। পেনিসের মাধ্যমে করলে সে পুরুষের শ্রেণীভুক্ত, যোনির মাধ্যমে প্রস্রাব করলে সে নারীর শ্রেণীভুক্ত। আর উভয় পথ দিয়ে সমানভাবে প্রস্রাব করলে, যে অঙ্গের প্রস্রাবে গতি বা পরিমাণ বেশি সে অঙ্গেরভিত্তিতে পরিচয় নির্ধারণ হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক হিজড়ার লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণ করার নিয়ম হলো, যদি তার দাঁড়ি গজায় বা পেনিসের মাধ্যমে বীর্যপাত হয় বা তার মাধ্যমে নারী গর্ববতী হয় অথবা সে স্ত্রী সঙ্গম করতে সক্ষম, তাহলে তাকে পুরুষ হিসাবে গণ্য করা হবে।

আর যদি নারীদের মতো স্তন প্রকাশ পায় এবং দুধ বের হয় বা মাসিক হয় বা তার সাথে সঙ্গম করা যায়, তাহলে তাকে নারী গণ্য করা হবে। আর গর্ভধারণে সক্ষম হওয়া নারী হওয়াকে নিশ্চিত করে এবং এটাকে সংশয়পূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

আর কোনো আলামত দ্বারা নিশ্চিত হওয়া না গেলে এবং তার কমনীয়তা নারী-পুরুষে ক্ষেত্রে সমান হলে বা একেবারেই না হলে সে জটিল হিজড়া বা জড়-হিজড়া বলে গণ্য হবে। (আল-মওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ: ৮/৮৫-৮৬, শামেলা, হিন্দিয়া: ৬/৪৩৩, যাকারিয়া। আল-মুগনি: ১০/৯৪)

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. বলেন:

(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِهِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْأَصْلُ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهِ بِالْأَحْوَطِ وَالْأَوْثَقِ فِي أُمُورِ الدِّينِ ، وَأَنْ لَا يَحْكُمَ بِثُبُوتِ حُكْمٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبُوتِهِ .

হিজড়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, গুণ-বৈশিষ্ট-আলামত ইত্যাদির মাধ্যমে তার লিঙ্গ পরিচয় নিশ্চিত করা গেলে উক্ত লিঙ্গের ভিত্তিতেই তার সকল বিধান প্রযোজ্য হবে। আর কোনোভাবেই পরিচয় নিশ্চিত করা না গেলে তাকে জড়-হিজড়া বা "খুনছা মুশকিল" বলা হয়। জড়-হিজড়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের সকল দিক বিবেচনায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সন্দেহযুক্ত কোনো বিধান কার্যকর করা যাবে না। (ফাতহুল কাদীর: ১০/৫৫০, যাকারিয়া)

ইসলামী শরীয়তে 'আশরাফুল- মাখলুকাত' মানবজাতির ছোট্ট একটি অংশ হলেও, হিজড়াদের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট দিক-নির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান।

হিজড়াদের উত্তরাধিকার বণ্টন পদ্ধতি

রাসূল সা. এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেটা হলো, দেখতে হবে হিজড়ার প্রস্রাব করার অঙ্গটি কেমন? সে কি পুরুষদের গোপনাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে? না নারীদের মত গোপনাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে? গোপনাঙ্গ যাদের মত হবে হুকুম তাদের মতই বর্তাবে। অর্থাৎ গোপনাঙ্গ যদি পুরুষালী হয়, তাহলে পুরুষ। যদি নারীর মত হয়, তাহলে নারী। অর্থাৎ যে সকল হিজড়াকে লিঙ্গ/প্রজননতন্ত্রের ভিত্তিতে পুরুষ বা মহিলা হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে এবং ইসলামী শরীয়তও তাদেরকে মিরাছ ও বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ বা মহিলা হিসাবে চিহ্নিত করবে, তাদের উপর সাধারণ পুরুষ বা মহিলার হুকুম আরোপিত হবে।

আর যদি কোনটিই স্পষ্ট করা না যায়, তাহলে সতর্কতাবশত: তাকে নারী হিসেবে গণ্য করা হবে। সে হিসাবেই তাদের উপর শরয়ী বিধান আরোপিত

হবে। অতএব বলা যায়, জড়-হিজড়া পৈতৃক সম্পত্তি নারীর মতোই পাবে। (হিন্দিয়া: ৬/৪৪৯, যাকারিয়া)

সুনানে বায়হাকীতে রয়েছে:

أن عليا رضي الله عنه : سئل عن المولود لا يدري أرجل أم امرأة فقال علي رضي الله عنه يورث من حيث يبول

হযরত আলী রা. কে এমন বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যার ছেলে বা মেয়ে হওয়া স্পষ্ট নয়। তখন হযরত আলী রা. বললেন, সে যেভাবে প্রস্রাব করে সে হিসেবে মিরাস পাবে। (সুনানে বায়হাকী কুবরা, হাদীস নং-১২৯৪, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৩০৪০৩)

হিজড়াদের পর্দার বিধান

ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন–

إِيَّاكُمْ والدُّخُولَ علَى النِّساءِ: صحيح البخارى: ٥٢٣٢

রাসূল সা. হিজড়াদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন: তোমরা নারীদের থেকে দূরে থাকো, তাদের গৃহে প্রবেশ করো না। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং-৫২৩২)

মওসুয়া গ্রন্থে রয়েছে-

يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس خلا الوجه والكفين، ولا يكشف الخنثى للاستنجاءولا للغسل عند أحد أصلا، لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها أنثى، وإن كشفت عند أنثى، احتمل أنه ذكر. وأما ظهر الكف فقد صرح الحنفية أنها عورة على المذهب، والقدمان على المعتمد،

হানাফী এবং শাফেয়ী উলামায়ে কেরামদের মতে, জড়-হিজড়াদের সতর মহিলার সতরের মত। এমনকি মাথার চুলও। তবে চেহারা এবং কব্জি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। হিজড়া ব্যক্তি ইস্তেনজা বা গোসলের জন্য পুরুষ-মহিলা কারো সামনে সতর খুলতে পারবে না। কেননা সে যদি কোনো নারীর সামনে খুলে তাহলে পুরুষ সম্ভাবনায় বৈধ হবে না। আর যদি সে কেনো পুরুষের সামনে খুলে তাহলে তার নারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার

ধরুন বৈধ হবে না। কব্জির উপরিভাগ হানাফীদের মতে সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং পা দুটি নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সতর।

জামহুর উলামায়ে কেরামদের মতে "খুনছা মুশকিল" কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ বা মহিলার সাথে নির্জনে, একাকিত্বে সময় কাটাতে পারবে না। গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কোথাও সফরে যেতে পারবে না। মূলত সতর্কতাবশতঃ হারাম থেকে বেছে থাকতেই এমন হুকুম আরোপ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং-৫২৩৫)

ঠিক তেমনিভাবে বালেগ বা বালেগের নিকটবর্তী "খুনছা মুশকিল" নারী বা পুরুষ কারো সামনে এক কাপড়ে বসতে পারবে না অর্থাৎ কিছুটা কাপড়/হিজাব খুলে রাখতে পারবে না, যদিও তার সতর পরিমাণ ঢাকা থাকেনা কেন। কেননা তার মাঝে পুরুষ-মহিলা উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ**.

রাসূল সা. হযরত উম্মে সালমা রা. কে হিজড়া সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, "তারা যেনো তোমাদের গৃহে প্রবেশ না করে"। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং-৫২৩৫)

ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

যে সকল পুরুষ মহিলাদের আকৃতি ধারণ করে ও যে সকল নারীর চালাচলন পুরুষের মতো তাদের উপর রাসূল সা. অভিশম্পাত করেছেন এবং

বলেছেন, তাদেরকে তোমরা ঘর থেকে বের করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সা. ও তাদেরকে বের করে দিয়েছেন এবং উমর রা. ও বের করে দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং-৫৮৮৬)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের সাথে সাধারণ নারী-পুরুষের সহাবস্থান নিষিদ্ধ।

হিজড়াদের ইহরাম কী হবে? এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন:

وَإِنْ أَحْرَمَ وَقَدْ رَاهَقَ ...وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : يَلْبَسُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ ، كَذَا فِي الْكَافِي

যে সকল হিজড়াদের পরিচয় স্পষ্ট নয় তারা মহিলাদের মতো করে ইহরাম পরিধান করবে। (হিন্দিয়া: ৬/৪৩৩, যাকারিয়া)

পুরুষের বিধানভুক্ত হিজড়ারা পুরুষাঙ্গ কেটে ফেললেও শরয়ী বিধানে সে পুরুষ হিসাবেই গণ্য হবে। আওনুল মা'বুদ গ্রন্থে রয়েছে:

منع المخنث من الدخول على النساء **ومنعهن** من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال **الفحول** الراغبين في النساء في هذا **المعنى وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره.**

হাদিসে নারী সাদৃশ পুরুষ হিজড়াদেরকে মহিলাদের সাথে পর্দা করতে বলা হয়েছে এবং মহিলাদেরকেও তাদের সামনে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনিভাবে খাসি ও লিঙ্গকর্তনকারীগণও পুরুষের বিধানভুক্ত। (আওনুল মা'বুদ: ৭/২১৭, দারুল হাদিস)

হিজড়াদের বিবাহ-শাদী

এরুপ ব্যক্তিগণ পরিচয় নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে না। কেননা যখন কোনোভাবেই বুঝা যাচ্ছেনা সে পুরুষ নাকি মহিলা তখন যদি তার বিবাহ পুরুষের সাথে হয়, অন্যদিকে সেও এক হিসাবে পুরুষ, তাহলে পুরুষে পরুষে বিবাহ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলার সাথে বিবাহ হয় অথচ

সেও মহিলা, তাহলে মহিলায় মহিলায় বিবাহ হয়ে যাবে। যা কখনো বৈধ নয়।

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে:

قُلْت : أَرَأَيْت هَذَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ الْمُرَاهِقُ ، وَخُنْثَى مِثْلُهُ مُشْكِلٌ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا رَجُلٌ وَالْآخَرَ امْرَأَةٌ ؟ قَالَ : إذَا عُلِمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُمَا ؛ لِجَوَازِ أَنَّهُمَا ذَكَرَانِ فَيَكُونُ هَذَا ذَكَرًا تَزَوَّجَ بِذَكَرٍ فَيَكُونُ النِّكَاحُ بَاطِلًا ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا أُنْثَيَيْنِ فَيَكُونُ النِّكَاحُ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى فَيَكُونُ النِّكَاحُ جَائِزًا ، فَإِذَا كَانَا مُشْكِلَيْنِ لَا يُدْرَى حَالُهُمَا يَكُونُ النِّكَاحُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَسْتَبِينَ حَالُهُمَا وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يَزُولَ الْإِشْكَالُ لَمْ يَتَوَارَثَا ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ التَّبَيُّنِ النِّكَاحُ مَوْقُوفٌ وَالنِّكَاحُ الْمَوْقُوفُ لَا يُسْتَفَادُ الْإِرْثُ بِهِ ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

তাবয়ীনুল হাকায়েক গ্রন্থে রয়েছে:

نكاحه: وإن زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا، وإلا فباطل لعدم مصادفة المحل

যদি "খুনছা মুশকিল"কে তার পিতা বা মালিক কোনো পুরুষ বা মহিলার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার পুরুষ বা মহিলা হওয়ার পৃথক নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমান পাওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বৈধ হবে না। সুতরাংযখন প্রমাণিত হবে যে, তার বিবাহ বিপরীতলিঙ্গ কারো সাথে হয়েছে তখন উক্ত বিবাহ বৈধ হবে। নতুবা বিয়ের মহল না হওয়ায় বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। (তাবয়ীনুল হাক্বাঈক-৬/২১৮)

ইবনে নুজাইম রহ. বলেন:

ذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وكذلك إن زوجه امرأة فوصل إليها، وإلا أجل كالعنين

হানাফী উলামায়ে কেরামদের মতে যদি "খুনছা মুশকিল"কে তার পিতা কোনো পুরুষের কাছে বিয়ে দিয়ে দেয়, এবং উক্ত পুরুষ তার সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হয়ে যায় তাহলে বিবাহ বৈধ রয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে যদি "খুনছা মুশকিলকে" তার পিতা বিয়ে করিয়ে কোনো মহিলাকে ঘরে নিয়ে আসে এবং উক্ত খুনছা মুশকিল নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উক্ত মহিলার সাথে সঙ্গম

করতে সক্ষম হয়ে যায়, তাহলে ও উক্ত বিবাহ বৈধ বিবেচিত হবে, নতুবা তার হুকুম ধ্বজভঙ্গের হুকুমের মত হবে। (আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের: পৃ:৩৮২,৩৮৩ দারুল ফিক্র)

আর সাধারণ হিজড়া, যাদের পরিচয় নিশ্চিত, তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে এক হিজড়া বিপরীতধর্মী অন্য হিজড়ার সাথে বা সাধারণ কোনো মানুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে শরীয়ত সমর্থিত সহবাসের বৈধ পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে তাবয়ীনুল হাকায়েক নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

[تزوج الخنثى من خنثى] وكذا إذا زوج الخنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر، والآخر أنثى، وإن ظهر أنهما ذكران أو أنثيان بطل النكاح،

যদি কোনো সাধারণ হিজড়া অপর কোনো হিজড়াকে বিয়ে করে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, বিপরীতলিঙ্গে দুজনের বিয়ে হয়েছে ততক্ষণ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার হুকুম আরোপ করা যাবে না। কিন্তু যদি প্রকাশ হয় যে, দুজনই পুরুষ বা দুজনই মহিলা, তাহলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। (তাবয়ীনুল হাক্বাঈক-৬/২১৮)

হিজড়াদের দাফন-কাফন-গোসল

কাফন-দাফন-গোসলদান ও জানাযা পড়া ইত্যাদি সকল বিধানেই হিজড়ারা সাধারণ মুসলমানদের অনুরূপ। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেমন আগে হিজড়ার পরিচিতি তথা সে কি একজন পুরুষ? না কি নারী? তা নিশ্চিত হতে হয় ঠিক তেমনি গোসল ও কাফন-দাফনেও নারী বা পুরুষ নিশ্চিত হয়ে, নারী হলে অন্যকোন নারীই তাকে গোসল দিবে এবং ৩ কাপড়ের স্থলে ৫ কাপড় দেয়া হবে। আর যদি পুরুষ গণ্য করা হয়, তাহলে তাকে অন্য কোন পুরুষই গোসল দিবে এবং তিন কাপড়ে কাফন দিয়ে জানাযা পড়ে দাফন করবে। অবশ্য যে হিজড়াকে নারী বা পুরুষরূপে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না তথা 'জড়-হিজড়া', তাকে সতর্কতামূলক নারীর অনুরূপ পাঁচ কাপড়ে দাফন করা যেতে পারে; যদিও তিন কাপড়ে দাফন করাও জায়েয আছে। নামাযের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। (আদদুররুল মুখতার মাআ রাদ্দুল মুহতার ঃ খ-৩, পৃ- ৯৯, যাকারিয়া)।

মৃত হিজড়া যদি এমন শিশু হয় যে, তার প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ জন্মে না, তাহলে তাকে নারী পুরুষ যে কেউ গোসল দিতে পারবে। দু'আর ক্ষেত্রেও যে কোনোটি পড়লেই যথেষ্ট হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া : খ-৪, পৃ- ২২১ ; যাকারিয়া)

মৃত হিজড়া যদি এমন হয় যে, তাকে নারী বা পুরুষ কোনো দিকেই প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে সে সাবালকের কাছাকাছি হোক বা সাবালক হোক; তাকে তায়াম্মুম করিয়ে, কাফন পরিয়ে জানাযা দিয়ে কবরস্থ করা হবে। (আদদুররুল মুখতার মাআ রাদ্দুল মুহতার ঃ খ-৩, পৃ-৯৪-৯৫, যাকারিয়া, আল-বাহরুর রায়েক : খ-২, পৃ-৩০৫, ৩১১; যাকারিয়া)

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে:

وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لَمْ يُغَسِّلْهُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ بَلْ يُيَمَّمُ فَإِنْ يَمَّمَهُ أَجْنَبِيٌّ يُيَمِّمُهُ بِخِرْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ يَمَّمَهُ بِغَيْرِ خِرْقَةٍ ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ : يُجْعَلُ فِي كُوَّارَةٍ وَيُغَسَّلُ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ يُشْتَهَى ، أَمَّا إذَا كَانَ طِفْلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ .

হিজড়াদের নামায

এরা মসজিদে যাবে না, ঘরে মহিলাদের মতো করে নামায আদায় করবে। ঘরে পরিবারের সাথে অথবা মাহরাম পুরুষদের সাথে জামাতে নামায আদায় করতে চাইলে এসব ব্যক্তি নামাযে পুরুষ-মহিলার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ বাচ্চাদের পিছনে মহিলাদের সামনে দাড়াবে।

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে:

فَإِنْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلَا يَتَخَلَّلُ الرِّجَالَ حَتَّى لَا تَفْسُدَ صَلَاتُهُمْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَلَا يَتَخَلَّلُ النِّسَاءَ حَتَّى لَا تَفْسُدَ صَلَاتُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ ، فَإِنْ قَامَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ يُعِيدُ صَلَاتَهُ احْتِيَاطًا ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ وَإِنْ قَامَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَيُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمَنْ خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ صَلَاتَهُمْ احْتِيَاطًا ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ وَيَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ كَجُلُوسِ الْمَرْأَةِ ، كَذَا فِي الْكَافِي قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ بِقِنَاعٍ يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَإِنْ صَلَّى بِغَيْرِ قِنَاعٍ لَا يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ إلَّا اسْتِحْبَابًا ، هَذَا إذَا كَانَ الْخُنْثَى مُرَاهِقًا غَيْرَ بَالِغٍ ، أَمَّا إذَا كَانَ بَالِغًا فَإِنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَلَامَةِ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ لَا تُجْزِئُهُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ قِنَاعٍ إذَا كَانَ الْخُنْثَى حُرًّا .

সরকার ও নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহবান

এই বিশ্বজগত আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কোনো অঙ্গ দান করেন, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেন। (সূরা-আলে ইমরান-০৬)

হিজড়ারাও মানুষ। অন্য প্রতিবন্ধীদের মত হিজড়াদের সাথে দয়া ও সহমর্মিতার আদেশ ইসলাম দিয়েছে। একজন মানুষ হিসেবে সবধরনের অধিকার হিজড়ারাও পেতে পারে। তাই হিজড়াদের অধিকারের বুলিকে পুঁজি করে ট্রান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি আদায় করতে চাওয়া অযৌক্তিক। এটা জঘন্য এবং উক্ত মতবাদকে সর্বময় ছড়িয়ে দেয়ার কূটচাল ছাড়া আর কিছু নয়।

হিজড়াদেরকে একসাথে দলবদ্ধ না হতে দিয়ে পরিবারের কাছে পাঠানো উচিত। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি ডাটাবেজ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। সবাই নিজ নিজ পরিবারে থাকবে। তাকে যদি শৈশব থেকে পরিবারে রাখা হয়, সাধারণ স্কুল-কলেজে-মাদরাসায় পড়ানো হয়, তাহলে তার সামগ্রিক অবস্থা স্বাভাবিক এবং অন্য দশজনের মতো হবে।

হিজড়াদের ঘৃণা না করে সামাজিকভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। আগে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, এমনকি আধুনিক যুগেও সতীদাহের রীতিতে স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে হতো। ইসলামের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানুষ এ থেকে সরে এসেছে। সকলের মানসিকতা পরিবর্তন করলে হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।

ইমাম নববী রহ. বলেন:

قال النووي المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة لأنه معذور (تحفة الأحوذي: ٨/٧٥)

অর্থাৎ যে সকল পুরুষের মাঝে বিপরীত লিঙ্গের প্রভাব সৃষ্টিগতভাবেই বিদ্যমান এবং তারা কৃত্রিমভাবে সাজ-সজ্জা, কথা-বার্তা ও চলা-ফেরায় নারীদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে না তারা মাজুর। তাদেরকে মন্দ বলা বা দোষী সাব্যস্ত করা বৈধ হবে না এবং তারা এ কারণে গুনাহগারও হবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী: ৮/৭৫)

একটি পরিবারে একটি হিজড়া সন্তান থাকা লজ্জিত হওয়া বা সংকোচবোধ করার কিছু নয়। একটি পরিবারে যদি একটি প্রতিবন্ধী অসুস্থ শিশু থাকতে পারে, তবে কেন একটি হিজড়া শিশু থাকতে পারে না? যেসব পরিবারে হিজড়া সন্তান রয়েছে, সেখানে সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং তাদের আরও বেশি মনোযোগী করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাদেরকেও কাউন্সিলিং করতে হবে যে, তারা পরিচয়হীন নয়; তারা কারো সন্তান, কারো ভাই, কারো বোন বা রক্তের আত্মীয়। তাদের জীবনকে মূল্যায়ন করা রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই অন্যতম দায়িত্ব। বিশেষ করে এরা যেন ভবঘুরে হয়ে রাস্তায় রাস্তায় চাঁদাবাজি বা হাতপাতা কিংবা বাসা-বাড়িতে হানা দিয়ে সাধারণ মানুষদের উত্যক্ত না করে; বরং অন্য দশজনের অনুরূপ প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য কাজ-কর্ম ও পেশায় নিয়োজিত হয়ে সম্মানজনক জীবিকা এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

এদের সবচেয়ে বেশি জরুরি নৈতিক শিক্ষা দেয়া। কেননা, তারা শিক্ষার অভাবে সমাজে অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়ছে। পতিতাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, ডাকাতি এবং মারামারির মতো ঘৃণ্য কাজে তাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

সরকারকে এ সকল অপরাধ দমনে আরো মনোযোগী হতে হবে। এটাও খতিয়ে দেখতে হবে যে, সমাজে হিজড়াদের নামে যারা এ কাজগুলো করছে তারা প্রকৃত হিজড়া কি-না। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রকৃত হিজড়াদের চেয়ে ফেইক হিজড়ার বিচরণ বেশি। অনেক সুস্থ পুরুষও অঙ্গ কর্তন করে হিজড়াদের সাথে যোগ দেয়ার সংবাদও শোনা গেছে।

পরিশেষে: হিজড়াদের দোহায় দিয়ে যাতে এদেশে মানবতা ও সমাজ বিধ্বংসী কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়িত না হয় এ বিষয়ে সরকারকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়ন সবারই কাম্য। তবে হিজড়া শব্দের পরিবর্তে ট্রান্সজেন্ডার নামে আইন করে সমাজে বিকৃত যৌনাচার প্রবেশের পরিণাম হবে ভয়াবহ। এর প্রভাব শুধু ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা হবে দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী। এর কারণে কোনো আজাব নাযিল হলে তা সকলকেই গ্রাস করবে। তাই এ ফিতনা রোধে দল-মত নির্বিশেষে প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»

তোমাদের মধ্যে যারা কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখবে সে যেনো হাত (ক্ষমতা) দ্বারা তা প্রতিহত করে। তা সম্ভব না হলে মুখ দ্বারা। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা করবে, আর তা হলো ঈমানের সর্বনিম্নস্তর। (সহীহ মুসলিম: ১৮৬)

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ব্যবিচার ও অনৈতিকতা রোধে সাধারণ মানুষের তুলনায় শাসক শ্রেণীর ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শাসক হযরত দাউদ আ. এর প্রতি নির্দেশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿﴾

سورة: ص: ٢٦

অর্থ: হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভূলে যায়। (সূরা স'দ: ২৬)

ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দারুল ইফতা ও ফাতওয়া বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ

আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিক্‌হ একাডেমি

সিদ্ধান্ত নং-২৫১ (২৫/১৩)

قرار بشأن موضوع بيان حكم تغيير الجنس في الإسلام

11 يوليو، 2023 | السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 251 (25/13)

بشأن موضوع بيان حكم تغيير الجنس في الإسلام

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع

(بيان حكم تغيير الجنس الإسلام)، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه.

قرر ما يلي:

أولًا: يراد بـ "تغيير الجنس" تحويل ذكر إلى أنثى، أو تحويل أنثى إلى ذكر.

ثانيًا: يحرم شرعًا تغيير الجنس، لأنه تغيير لخلق الله، وهو داخل في قوله تعالى: {**وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ**} [النساء: 119]، وللحديث الذي رواه البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" وقال: "**أخرجوهم من بيوتكم**".

ثالثًا: إذا قام الزوج بتحويل نفسه ظاهريًا إلى أنثى، فيحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح للعيب، وإذا قامت الزوجة بتحويل نفسها ظاهريًا إلى ذكر، فللزوج تطليقها.

رابعًا: تظلُّ الأحكام الشرعيَّة المتعلقة بالذكر والأنثى من واجبات وحقوق دينية ومدنية ثابتة كما كانت قبل إقدام أحدهما على تحويل نفسه ظاهريًا من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر، وبخاصة فيما يتعلّق بأحكام الحضانة، والنفقة، والميراث، وذلك لأنَّ تحويله نفسه إلى أنثى أو ذكر لا يُعدُّ تغييرًا حقيقيًا بل هو تغيير ظاهريٌّ كما قرره الأطباء، فلا تأثير له على ما ثبت من أحكام قبل إقدام أحدهما على هذا التصرف.

ويوصي المجمع بما يلي:

1. دعوة الحكومات والدول إلى منع إجراء هذه العمليات، والتوعية بمخاطرها، ونتائجها المدمرة لفاعلها وللمجتمعات، وتوجيه الأشخاص الذين لديهم اضطرابات، أو وساوس في الهوية الجنسية لأسباب نفسية أو غيرها إلى العلاج.
2. التوعية بخطورة الدعوات التي تدافع عن الشذوذ الجنسي، وتغيير الجنس، وتهدف إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية.
3. الرجوع إلى الله عز وجلّ واللجوء إليه، وإلى ما أباحه الشرع الحنيف، وندب إليه من أسباب التداوي، ففيه الشفاء من جميع المشاكل، وبخاصة الاضطرابات النفسية وغيرها.

والله أعلم..

قراررقم: ٢٥١ (١٣/٢٥) قرار بشأن موضوع بيان حكم تغيير الجنس في الإسلام

11يوليو، ٢٠٢٣ | السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من ٢٩ رجب- ٣ شعبان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠-٢٣ فبراير ٢٠٢٣م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيان حكم تغيير الجنس الإسلام)، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه،

قرر ما يلي:

أولًا: يراد بـ "تغيير الجنس" تحويل ذكر إلى أنثى، أو تحويل أنثى إلى ذكر.

ثانيًا: يحرم شرعًا تغيير الجنس، لأنه تغيير لخلق الله، وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: ١١٩]، وللحديث الذي رواه البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" وقال: "أخرجوهم من بيوتكم."

ثالثًا: إذا قام الزوج بتحويل نفسه ظاهريًّا إلى أنثى، فيحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح للعيب، وإذا قامت الزوجة بتحويل نفسها ظاهريًّا إلى ذكر، فللزوج تطليقها.

رابعًا: تظلُّ الأحكام الشرعيَّة المتعلقة بالذكر والأنثى من واجبات وحقوق دينية ومدنية ثابتة كما كانت قبل إقدام أحدهما على تحويل نفسه ظاهريًّا من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر، وبخاصة فيما يتعلّق بأحكام الحضانة، والنفقة، والميراث، وذلك لأنَّ تحويله نفسه إلى أنثى أو ذكر لا يُعدُّ تغييرًا حقيقيًّا بل هو تغيير ظاهريٌّ كما قرره الأطباء، فلا تأثير له على ما ثبت من أحكام قبل إقدام أحدهما على هذا التصرف.

ويوصي المجمع بما يلي:

دعوة الحكومات والدول إلى منع إجراء هذه العمليات، والتوعية بمخاطرها، ونتائجها المدمرة لفاعلها وللمجتمعات، وتوجيه الأشخاص الذين لديهم اضطرابات، أو وساوس في الهوية الجنسية لأسباب نفسية أو غيرها إلى العلاج.

التوعية بخطورة الدعوات التي تدافع عن الشذوذ الجنسي، وتغيير الجنس، وتهدف إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية.

الرجوع إلى الله عز وجلّ واللجوء إليه، وإلى ما أباحه الشرع الحنيف، وندب إليه من أسباب التداوي، ففيه الشفاء من جميع المشاكل، وبخاصة الاضطرابات النفسية وغيرها.

والله أعلم،،

দারুল উলুম করাচির, পাকিস্তান -এর ফাতওয়া

حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

کیافرماتے ہیں علمائے دین درج ذیل مسئلہ کے بارے میں:

(١) کہ تبدیلی جنس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی مرد کے اندر کچھ زنانہ جسمانی علامتیں ہوں اور ان کو ختم کر کے مکمل مرد بنادیا جائے، یا کسی عورت کے اندر کچھ مردانہ جسمانی علامتیں ہوں اور اس کو آپریشن کر کے مکمل عورت بنادیا جائے۔

(٢) یا اگر کسی مرد کے اندر کچھ زنانہ جسمانی علامتیں ہوں تو اس کو آپریشن کر کے مکمل عورت بنادیا جائے۔ یا کسی عورت کے اندر کچھ مردانہ جسمانی علامتیں ہوں تو اس کو آپریشن کر کے مکمل مرد بنادیا جائے۔ (٣) یا اس میں دونوں طرح کی علامتیں برابر ہوں، اور آپریشن کے ذریعہ مکمل طور پر ایک جنس بنادیا جائے، یا اس میں ایک جنس غالب ہو جائے۔ تو ان صورتوں میں تبدیلی جنس کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور

(٤) بالفرض کسی نے اپنا جنس تبدیل کر دیا تو کیا اس پر عائد ہونے والے احکامات بھی تبدیل ہو جائیں گے یا نہیں؟

جیسا کہ لڑکا اگر لڑکی بن جائے تو کیا اس پر لڑکیوں والے احکامات جاری ہوں گے، اور وہ شریعت کی نظر میں لڑکی شمار کی جائے گی؟ یا شریعت کی نظر میں یہ لڑکا ہی باقی رہے گا؟

اس کے بالعکس اگر کوئی لڑکی لڑکا بن جائے تو اس کا شریعت کے رو سے کیا حکم رہے گا؟ وہ شریعت کی نظر میں لڑکی شمار کی جائے گی یا اس پر لڑکے والے احکامات جاری ہوں گے؟

(٥) اور اگر خنثیٰ مشکل اپنے جنس کو تبدیل کر کے ایک جنس ہو جائے تو اسے جس جنس میں سے وہ ہو گیا ہے اس میں شمار کیا جائے گا یا وہ خنثیٰ ہی باقی رہے گا؟

(٦) اس قسم کے آپریشن کا کرنا ڈاکٹر کیلئے جائز ہے یا خلقت میں تبدیلی کے مرادف ہوگا؟

دار الافتاء
نمبر ١/١٤٣٦

دعاؤں کا طلبگار
محمد ندیم اختر ندوی
٢٨ صفر المظفر ١٤٣٣ھ

جوابات منسلک ہیں

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الجواب حامداً ومصلیاً

جوابات سے قبل بطورِ تمہید یہ جاننا مناسب ہے کہ مرد یا عورت کا آپریشن یا ادویات کے ذریعے جنس تبدیل کرنا ''تغییر لخلق اللہ'' میں داخل ہے جو قرآن وحدیث کی رو سے ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر کسی مرد میں کچھ علامتیں زنانہ ہوں یا کسی عورت میں کچھ علامتیں مردانہ ہوں یا ایک شخص میں مردانہ وزنانہ دونوں علامتیں یکساں طور پر موجود ہوں تو چونکہ مرد میں زنانہ علامتوں کا ہونا یا عورت میں مردانہ علامتوں کا ہونا یا دونوں علامتیں مساوی طور پر ہونا عیب ہے اس لئے ازالۂ عیب کی غرض سے مخالف جنس کی علامتوں کو علاج یا آپریشن کے ذریعے ختم کرنا اور مکمل مرد یا مکمل عورت بننا شرعاً جائز ہے۔ اس تمہید کے بعد سوال میں تبدیلی جنس کی جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا حکم بالترتیب درجِ ذیل ہے:

(۱)...... اگر کسی مرد میں کچھ زنانہ جسمانی علامتیں ہوں تو ان علامتوں کو ختم کر کے کامل مرد بننا، اسی طرح اگر کسی عورت میں کچھ مردانہ جسمانی علامتیں ہوں تو ان علامتوں کو ختم کر کے کامل عورت بننا، خواہ آپریشن کے ذریعہ ہو یا ادویات کے ذریعہ، شرعاً جائز ہے۔ کیونکہ مرد میں زنانہ علامت ہونا یا عورت میں مردانہ علامت ہونا عیب ہے اور عیب کا ازالہ کرنا شرعاً جائز ہے۔

(۲)...... اگر کسی مرد میں مردانہ علامات غالب ہوں لیکن کچھ زنانہ جسمانی علامتیں بھی ہوں تو ان زنانہ علامتوں کو مزید پختہ کر کے اور مردانہ خدوخال اور صلاحیتوں کو ختم کر کے مکمل عورت بننا، اسی طرح اگر کسی عورت میں زنانہ خصوصیات کے ساتھ کچھ مردانہ جسمانی علامتیں بھی ہوں تو ان مردانہ علامتوں کو مزید پختہ کر کے اور زنانہ صلاحیتوں اور خدوخال کو ختم کر کے مکمل مرد بننا، خواہ آپریشن کے ذریعہ ہو یا ادویات کے ذریعہ، شرعاً ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ دونوں صورتیں ازالۂ عیب میں داخل نہیں بلکہ ''تغییر لخلق اللہ'' میں داخل ہیں جو ناجائز اور حرام ہے۔

(۳)...... مردانہ وزنانہ مساوی علامتوں کے حامل شخص میں علاج کے ذریعہ کسی ایک جنس کو غالب کرنا شرعاً جائز ہے۔ کیونکہ بیک وقت دونوں علامات کا ہونا عیب ہے۔

(۴)...... جو جنس غالب ہو یا ازالۂ عیب کے بعد جو جنس واضح طور پر غالب آجائے اسی کے احکام لاگو ہونگے بشرطیکہ جو جنس اختیار کی گئی ہو وہ غالب ہو، خنثیٰ مشکل نہ ہو۔

فی الدرالمختار (٧٢٧/٦)

فإن بال [الخنثیٰ] من الذکر فغلام وإن بال من الفرج فأنثی وإن بال منهما فالحکم للأسبق وإن استویا فمشکل ولا تعتبر الکثرة) خلافا لهما هذا قبل البلوغ (فإن بلغ وخرجت لحیته أو وصل إلی امرأة أو احتلم) کما یحتلم الرجل (فرجل وإن ظهر له

(جاری ہے)

ثدی أو لبن أو حاض أو حبل أو أمکن وطؤه فامرأة وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشکل) لعدم المرجح ۔

وفی الهندیه (٤٣٨/٦)

ولیس الخنثی یکون مشکلا بعد الإدراك علی حال من الحالات لأنه إما أن یحبل أو یحیض أو یخرج له لحیة أو یکون له ثدیان کثدیی المرأة وبهذا یتبین حاله وإن لم یکن له شیء من ذلك فهو رجل لأن عدم نبات الثدیین کما یکون للنساء دلیل شرعی علی أنه رجل کذا فی المبسوط لشمس الأئمة السرخسی رحمه الله تعالی ۔

(۵)...... موجودہ جنس میں شمار کیا جائیگا، اب خنثیٰ مشکل باقی نہیں رہے گا۔

(۶)...... اوپر جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے جائز صورتوں میں علاج یا آپریشن کرنا ڈاکٹر کے لئے جائز ہے، اور ناجائز صورتوں میں علاج یا آپریشن کرنا جائز نہیں سخت گناہ ہے۔ (ماخذہ التبویب بتغییر :۴۶/۹۷۷)

قال الله سبحانهٗ وتعالیٰ (النساء : ١١٨، ١١٩)

لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ۔

وفی الصحیح للبخاریؒ (کتاب اللباس ، باب المتفلجات للحسن)

عن علقمة قال عبد الله : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله تعالی مالی لا ألعن من لعن النبی صلی الله علیه وسلم وهو فی کتاب الله " وما آتاکم الرسول فخذوه " ۔

وفی تکملة فتح الملهم (١٩٥/٤)

والحاصل ان کل ما یفعل فی الجسم من زیادة أو نقص من أجل الزینة بما یجعل الزیادة أو النقصان مستمراً مع الجسم وبما یبدو منهٗ أنهٗ کان فی اصل الخلقة هکذا فانهٗ تلبیس وتغییر منهی عنهٗ ۔ وأما ما تزینت به المرأة لزوجها من تحمیر الأیدی أو الشفاه أو العارضین بما لایلتبس بأصل الخلقة فانهٗ لیس داخلاً فی النهی عند جمهور العلماء ۔ وأما قطع الاصبع الزائدة ونحوها فانهٗ لیس تغییراً لخلق الله وانهٗ من قبیل ازالة العیب أو مرض ، فأجازهٗ اکثر العلماء خلافاً لبعضهم ۔ .... واللہ تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح
بندہ محمود اشرف غفراللہ
۲۹/۵/۱۴۳۳ھ

الجواب صحیح
بندہ عبدالمنان عفی عنہ
۲۹/۵/۱۴۳۳ھ

(بندہ محمود الحسن عفی عنہ)
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی
۲۹/ جمادی الاولی ۱۴۳۳ھ
22/ اپریل 2012ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوال نمبر 1:

① کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل ظلم و فساد اور قتل و غارت عام ہے، تو انہی حالات میں بسا اوقات [illegible] دھماکے میں بعض بے گناہ شہری قتل ہو جاتے ہیں، پھر حکومت اعلان کرتی ہے کہ جو بے گناہ شہری قتل ہوئے ہیں ہم ان کے اہل خانہ کو تین لاکھ روپے دیں گے، یا پانچ لاکھ روپے دیں گے مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے، کہ حکومت جو یہ رقم دیتی ہے یہ معاوضہ ہے؟ یا دیت ہے؟ یا امداد و عطیہ وغیرہ ہے اور اس رقم کے مالک کون لوگ ہوں گے۔ اس کے ورثاء یا صرف اس کے اہل خانہ

محمد لقمان۔ فیصل آباد
0332-6904292

دار الافتاء
فتویٰ نمبر ۱۸۰۲/۲۱

سوال نمبر 2:

② ایک عورت نے جنس تبدیل کرائی اور اس کے بعد اس نے ایک لڑکی سے شادی کرلی (جنس تبدیل کرنے میں مرد کی شرمگاہ اس میں آگئی) اب پوچھنا یہ ہے کہ اس کا یہ نکاح شرعاً منعقد ہوا یا نہیں؟ اور جنس تبدیل کروانے کے بعد اب یہ شرعاً مرد ہے یا عورت؟ اور اس پر مردوں یا عورتوں میں سے کس کے احکام جاری ہوں گے؟

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب بعون ملہم الصواب

(۱) کسی حادثہ کی صورت میں مرنے والوں کے لواحقین اور پسماندگان کو حکومت کی طرف سے جو خصوصی امداد ملتی ہے شرعاً وہ دیت یا معاوضہ نہیں بلکہ عطیہ ہے۔ اس لئے اس پر ملنے والی رقم حکومت یا حکومتی ادارہ جسکو دیگا یا جنکے لئے دیگا وہی اسکے حقدار ہونگے، اس مد میں ملنے والی رقم ترکہ میں شامل نہیں۔ لہٰذا اس بارے میں حکومتی ضابطہ دیکھا جائیگا کہ حکومتی قوانین اور ضابطہ کے مطابق اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں، نیز اگر حکومت نے ہر فرد کا حصہ خود مقرر کردیا ہو تو اسی کے مطابق تقسیم کی جائیگی، لیکن اگر حکومت نے صرف افراد کی تعداد بتائی ہو ہر ایک کا حصہ متعین نہیں کیا تو اس صورت میں تمام افراد میں برابر تقسیم کیا جائیگا۔

(۲) اس سوال کے بارے میں کئی باتیں حل طلب ہیں مثلاً (الف) شرعاً جنس کی تبدیلی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہو تو اسکی شرعی حدود کیا ہیں؟ اور کن کن صورتوں میں جواز کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ وغیرہ (ب) قانوناً تبدیلی جنس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کن قیود و شرائط کے ساتھ؟ (ج) کیا اس سے واقعۃً جنس مکمل طور پر تبدیل ہو کر عورت میں مرد کی تمام خصوصیات اور مرد میں عورت کی تمام خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں؟ یا صرف شرمگاہ کی تبدیلی ہوتی ہے؟ وغیرہ

اس لئے صورت مسئولہ میں جب تک مذکورہ بالا تمام باتوں کی تفصیل واضح طور پر سامنے نہ آجائے اور اہل علم علماء کرام اس پر اجتماعی غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اسکے متعلق کوئی حتمی جواب نہیں دیا جاسکتا ہے۔

تاہم تبدیلی جنس کے بارے میں شرعاً اصولی حکم یہ ہے کہ مرد یا عورت کا آپریشن یا ادویات کے ذریعے جنس تبدیل کرنا "تغییر لخلق اللہ" میں داخل ہے جو قرآن و حدیث کی رو سے ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر کسی مرد میں کچھ علامتیں زنانہ ہوں یا کسی عورت میں کچھ علامتیں مردانہ ہوں یا ایک شخص میں مردانہ و زنانہ دونوں علامتیں یکساں طور پر موجود ہوں تو چونکہ مرد میں زنانہ علامتوں کا ہونا یا عورت میں مردانہ علامتوں کا ہونا یا دونوں علامتیں مساوی طور پر ہونا عیب ہے، اس لئے ازالۂ عیب کی غرض سے مخالف جنس کی علامتوں کو علاج یا آپریشن کے ذریعے ختم کرنا اور مکمل مرد یا مکمل عورت بننا شرعاً جائز ہے۔

في الفتاوى الهندية: ٦/ ٤٣٨ وليس الخنثى يكون مشكلا بعد الإدراك على حال من الحالات لأنه إما أن يحبل أو يحيض أو يخرج له لحية أو يكون له ثديان كثديي المرأة وبهذا يتبين حاله وإن لم يكن له شيء من ذلك فهو رجل لأن عدم نبات الثديين كما يكون للنساء دليل شرعي على أنه رجل كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الفصل الثاني في أحكامه الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته۔ واللہ اعلم بالصواب

الجواب صحیح
احقر محمود اشرف غفر اللہ لہ
مفتی دار الافتاء جامعہ دار العلوم کراچی
۲۹ / رجب المرجب ۱۴۳۷ ہجری
7 / مئی 2016 عیسوی

احقر شاہ محمد تفضل علی
دار الافتاء جامعہ دار العلوم کراچی
۲۶ / رجب المرجب ۱۴۳۷ ہجری
4 / مئی 2016 عیسوی

دار الافتاء
۲۱/۱۸۰۲
۱۴۳۷/۷/۲۶

11115

দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত -এর ফাতওয়া

(۱)

سوال کا متن : میری عمر ۲۸ سال ہے اور میرا عضوء تناسل ہے مگر میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، کیوں کہ میرا دماغ لڑکی والا ہے اور میں ایک لڑکی کی طرح رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی لڑکی کو جنسی اطمینان نہیں دے سکوں گا۔ براہ کرم، تبدیلیٔ جنس کے بارے میں شریعت کی روشنی میں جواب دیں۔ والسلام

جواب کا متن:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تبدیلیٔ جنس یعنی لڑکے سے لڑکی بننا یا لڑکی سے لڑکا بننا قطعاًناجائز اور حرام ہے، یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے، جن پر قرآن وحدث میں سخت ممانعت اور وعید آئی ہے، قرآن کریم میں ہے، **وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ**(سورۂ نساء:۱۱۹) اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کے بگاڑنے کو اعمالِ شیطانیہ میں سے قرار دیا گیا۔ (خلاصہ معارف القرآن)

ایک حدیث میں ہے: وعن عبد اللہ بن مسعود قال: لعن اللہ الواشات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ (مشکاۃ، ۳۸۰، باب الترجل، کتاب اللباس) اس حدیث میں ان عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مختلف طریقوں سے خلق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑتی ہیں؛ لہٰذا آپ یہ ارادہ بالکلیہ ترک کر دیں، اکر آپ کے اندر مردانہ قوت کی کمی ہے تو کسی ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں۔

واللہ تعالیٰ اعلم

ماخذ: دار الافتاء دار العلوم دیوبند

فتوی نمبر:Fatwa ID: 488-453/Sn=7/1436-U۵۹۲۶۹ -_

تاریخ اجراء:May 16, 2015-

(۲)

کیا ایک ہم جنس پرست (نامرد) ایک لسبین) (lesbian) لڑکی کو لیڈیز کے ساتھ خواہش ہونا) سے شادی کرسکتا ہے؟

سوال کا متن : حضرت! میرا نام توصیف ہے اور میری عمر ۲۶/ سال ہے۔ مجھے شروع سے لڑکیوں کو دیکھنے سے خواہش نہیں ہوئی، صرف لڑکوں کو دیکھنے سے ہی خواہش ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو فطری چیز ہے، یہ تو چند لوگوں میں شروع سے اس طرح کی خواہش ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ بلکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ خواہش جینس (مرد) کو تین یا چار سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے۔

برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟

جواب کا متن : بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہم جنس پرستی یعنی ایک مرد کا دوسرے مرد سے یا ایک عورت کا دوسری عورت سے جنسی خواہش کی تکمیل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اگر بالفرض آپ کے اندر یہ بات ہے کہ عورت کی طرف خواہش نہیں ہوتی صرف مرد کی طرف ہوتی ہے تو اسے نوشتۂ تقدیر سمجھ کر صبر کریں یا پھر کسی دین دار مسلمان طبیب سے رابطہ کریں؛ باقی اگر آپ کسی ”لیسبین“ یا عام لڑکی سے نکاح کرلیں گے تو آپ کا نکاح بلاشبہ درست ہو جائے گا؛ لیکن غیر شرعی طریقے پر خواہش کی تکمیل بہر حال ناجائز ہی رہے گی۔ قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم من وجدتموہ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الخ (ترمذی، رقم: ۱۴۰۶، باب ماجاء في حداللوطيّ)

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند،

فتوی نمبر: ۱۵۳۸۸۲

تاریخ اجراء:Fatwa : 1302-1408/SN=1/1439،Oct 3, 2017

(٣)

جنس تبدیل کرانے والوں کے حقوق کیا ہیں؟

سوال کا متن:

اسلام میں) Transgender جو آپریشن کے ذریعہ اپنی جنس تبدیل کروالیتے ہیں) کا حکم اور ان کے حقوق کیا ہیں؟ براہ کرم قرآن وحدیث کا حوالہ بھی عنایت فرمادیں۔

جواب کا متن: بسم اللہ الرحمن الرحیم

جنس تبدیل کرنا، ناجائز اور ملعون عمل ہے، یہ اللہ تعالی کی خلقت وبناوٹ کو بدلنا اور تخلیق الٰہی کو چیلنج کرنا ہے شریعت میں اس کی ہرگز اجازت نہیں، جو لوگ فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے اس مذموم و شیطانی حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں ملعون ہیں، قرآن میں ہے: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله: ترجمہ: اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں" اور حدیث میں ہے: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله (مشكوة)

حقوق کا سوال حالات کی تفصیل لکھ کر معلوم کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند، ماخذ: دار الافتاء دار العلوم دیوبند، فتوی نمبر: ۱۴۹۹۱۷، تاریخ اجراء: Mar 12, 2017، Fatwa ID: 725-700/M= 6/1438

(٤)

خنثیٰ مشکل کس کے ساتھ نکاح کرسکتے ہیں؟

سوال کا متن: خنثیٰ مشکل کس کے ساتھ نکاح کرسکتے ہیں؟

جواب کا متن: بسم اللہ الرحمن الرحیم فتوی: ۱۵۴۰-۱۵۴۰/M=11/1433/

خنثیٰ مشکل کا نکاح صحیح نہیں ہے جب تک کہ ان کی جنسی حالت، مرد یا عورت ہونا معلوم نہ ہوجائے، پس اگر اس کا مرد ہونا معلوم ہوجائے تو عورت سے نکاح درست ہے اور عورت ہونا معلوم ہوجائے تو مرد سے نکاح کرنا درست ہے، اور اگر اس نے کسی سے نکاح کرلیا تو حالت کے ظہور تک نکاح موقوف رہے گا۔ لو زوج الأب هذا الخنثى امرأة قبل بلوغه أو زوجه من رجل قبل بلوغه فالنكاح موقوف لا ينفذ ولا يبطل ولا يتوارثان حتى يتبين أمر الخنثى؛ لأن التوارث حكم النكاح النافذ لا حكم النكاح الموقوف، فإن زوج الأب امرأة وبلغ وظهر علامات الرجال حكم بجواز النكاح

الموقوف إلا أنه لم يصل إليها فإنه يؤجل سنة كما يؤجل غيره ممن لا يصل إلى المرأة. (الفتاوى التاتارخانية: ٢٠/ ٢٠١، كتاب الخنثى، مسائل نكاح الخنثى المشكل، ط: زكريا ديوبند)

واللہ تعالیٰ اعلم _ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند-ماخذ: دار الافتاء دار العلوم دیوبند--فتوی نمبر: ۴۱۹۶۰ تاریخ اجراء: Oct 4, 2012

(٥)

سوال نمبر: ۱۷۱۱۴۲

عنوان: بہ ذریعہ سرجری جنس کی تبدیلی کی صورت میں نکاح کا حکم

سوال: ایک لڑکا ہے پر وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے، آپریشن کرالیا ہے اس نے، اس کا اب سب کچھ لڑکیوں کی طرح سے ہے، ویسے ہی کپڑے پہنتا ہے، ویسے ہی رہتا ہے جیسے لڑکیاں رہتی ہیں، اس کی اب جو لڑکوں کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ جو لڑکیوں کی شرمگاہ ہوتی ہے ویسی ہی ہے، آپریشن کرایا تھا اس نے، کیا اب اس صورت میں کسی لڑکے کا اس سے نکاح جائز ہے؟

جواب نمبر: ۱۷۱۱۴۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اگر کسی لڑکے نے بہ ذریعہ سرجری اپنا جنسی نظام تبدیل کرالیا ہے، یعنی: اس کی مردانہ شرمگاہ نکال کر اس میں زنانہ شرمگاہ لگادی گئی ہے اور وہ مکمل طور پر لڑکی ہوچکا ہے تو اس نے جو کیا، بلاشبہ ناجائز وحرام کیا، اسلام میں جنس کی تبدیلی سخت حرام وناجائز ہے؛ البتہ جب وہ مکمل طور پر لڑکی ہوچکا ہے تو لڑکے سے اُس کا نکاح درست ہوگا۔

واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

জামিআ বিন্নুরিয়া আলমিয়া, করাচি, পাকিস্তান-এর ফাতওয়া

DAR UL IFTA JAMIA BINORIA SITE KARACHI PAKISTAN
Ph: 021 - 2560300 - Ext : 286 | Mobile:03332212607
Web Site: www.onlinefatwa.com | Email:darulifta@gmail.com
BINORIA International

S No: ========= 3127
Fatwa No: ===== 35575
Date: ========= 1/5/2007

NAME :>> abdul basit
ADDRESS :>> lahore
EMAIL :>>
SUBJECT :>> SEX

QUESTION :>>
i want to ask you about sex change from male to female and female to male

میں آپ سے جنس کی تبدیلی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مردانگی سے نسوانیت کی طرف اور نسوانیت سے مردانگی کی طرف۔

الجواب حامداً و مصلیاً

واضح ہو کہ جنس کی تبدیلی خواہ مرد سے عورت بننے کی صورت میں ہو یا عورت کا مرد بننے کی صورت میں ہو بالکل حرام و ناجائز ہے اور اس سے احتراز لازم ہے۔

قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: لا تبدیل لخلق اللہ
ذلک الدین القیم۔ سورۃ الروم۔ آیت ۳۰
وفی الجامع لاحکام القرآن: قال عکرمۃ وروی عن
ابن عباس وعمر بن الخطاب ان المعنی: لا تغییر لخلق
اللہ من البہائم ان تخصی فحولہا، فیکون معناہ ان
النہی عن خصاء الفحول من الحیوان ج۱۴ جزء ۱۴
وفی البخاری: عن ابن عباس قال لعن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات
من النساء بالرجال۔ ج۲ ص۸۷۴۔ واللہ اعلم بالصواب

حررہ: محمد آصف کان اللہ لہ
دار الافتاء جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی
۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

الجواب صحیح

جنس تبدیل کرنا

سوال کا متن :

سرجری کر کے عورت کا اپنی جنس تبدیل کرنا اور مرد بننا حلال ہے یا حرام؟

جواب کا متن :

کسی مرد یا عورت کا اپنی جنس کو بذریعہ آپریشن تبدیل کروانا ناجائز اور ملعون عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت و بناوٹ کو بدلنا، فطرت سے بغاوت کرنا، مذموم وشیطانی حرکت کا ارتکاب کرنا، اور تخلیقِ الٰہی کو چیلنج کرنا ہے، شریعتِ اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں۔

قرآنِ کریم میں ہے :

{فِطْرَتَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِخَلْقِ الله} [سورة الروم:۳۰]

''اللہ کی فطرت پر قائم رہو، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں'' ۔

"عن عبد الله بن مسعود قال:''لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله''.(كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ،ج:۲، ص:۲۰۵، ط:قديمى) فقط والله أعلم

ماخذ : دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
فتوی نمبر : 144110200572
تاریخ اجراء : 2020-06-01

(۳)

جنس تبدیل کرنا

سوال کا متن : سرجری کر کے عورت کا اپنی جنس تبدیل کرنا اور مرد بننا حلال ہے یا حرام؟

جواب کا متن : کسی مرد یا عورت کا اپنی جنس کو بذریعۂ آپریشن تبدیل کر دینا ناجائز اور ملعون عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت وبناوٹ کو بدلنا، فطرت سے بغاوت کرنا، مذموم وشیطانی حرکت کا ارتکاب کرنا، اور تخلیقِ الٰہی کو چیلنج کرنا ہے، شریعتِ اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں۔

قرآنِ کریم میں ہے [:فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ] [سورة الروم:۳۰]

[اللہ کی فطرت پر قائم رہو، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں.

"عن عبد الله بن مسعود قال:"لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله".(كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ،ج:۲، ص:۲۰۵، ط:قديمی) فقط والله أعلم

ماخذ: دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن

فتوی نمبر: ۱۴۴۱۱۰۲۰۰۵۷۲

تاریخ اجراء: ۰۱-۰۶-۲۰۲۰

(٤)

ہم جنس پرستی کا حکم

سوال کا متن: کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آیا ہم جنس پرستی اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔

جواب کا متن: واضح رہے کہ اللہ تعالی نے انسان میں جنسی خواہش رکھی اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے یعنی مرد عورت ایک دوسرے سے نکاح کر کے ایک دوسرے سے جنسی تسکین حاصل کریں اور اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاریں بلکہ اللہ تعالی نے اس نکاح کو باعث اجر بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین کی تکمیل بتایا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے علاوہ ہر قسم کے غیر شرعی طریقہ کو حرام قرار دیا ہے اور آخرت کے سخت عذاب کا مستوجب قرار دیا ہے اور جنسی تسکین کے غیر شرعی طریقوں پر شریعت میں دنیاوی سزائیں (حدود اور تعزیرات) بھی متعین ہیں۔

پس ہم جنس پرستی جنسی خواہش کے پورا کرنے کا غیر شرعی اور غیر فطری طریقہ ہے، اسی گناہ کی بناء پر لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نے سخت عذاب دیا تھا اور شریعت میں بھی ہم جنس سے استمتاع کرنے والے کے لیے سخت سزا متعین کی گئی ہے لہذا ہم جنس پرستی سخت حرام اور بہت بڑا گناہ ہے اس کے کامل اجتناب کرنا ضروری اور لازم ہے۔

تفسیر القرطبي میں ہے: "ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين (٨٠)

فيه أربع مسائل... الثانية- قوله تعالى: (أتأتون الفاحشة) يعني إتيان الذكور. ذكرها الله باسم الفاحشة ليبين أنها زنى، كما قال الله تعالى:" ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة «٢» ". واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه، فقال مالك: يرجم، أحصن أو لم يحصن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما. وروي عنه أيضا: يرجم إن كان محصنا، ويحبس ويؤدب إن كان غير محصن. وهو مذهب عطاء والنخعي وابن المسيب وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يعزر المحصن وغيره، وروي عن مالك. وقال الشافعي: يحد حد الزنى قياسا عليه. احتج مالك بقول تعالى:" وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل". فكان ذلك عقوبة لهم وجزاء على فعلهم. فإن قيل: لا حجة فيها لوجهين، أحدهما- أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأمم. الثاني- أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها، فدل على خروجها من باب الحدود. قيل: أما الأول فغلط، فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على

معاصي فأخذهم بها، منها هذه. وأما الثاني فكان منهم فاعل وكان منهم راض، فعوقب الجميع لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسنته في عباده(".سوره اعراف ج آیت نمبر ۸۰، ج نمبر ۷ ص نمبر ۲۴۲،دار الکتب المصریة)

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے:

"وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» . رواه رزين وفي رواية له عن ابن عباس أن عليا أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب.

(ملعون من عمل عمل قوم لوط» . رواه رزين) وفي الجامع الصغير: «ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط» . رواه أحمد بسند حسن عن ابن عباس(".کتاب الحدود ،ج نمبر ۶ ص نمبر ۲۳۵۱،دار الفکر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ولو وطئ امرأة في دبرها أو لاط بغلام لم يحد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويعزر ويودع في السجن حتى يتوب وعندهما يحد حد الزنا فيجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا، ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو بزوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي.ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن كذا في فتح القدير(".کتاب الحدود، باب رابع، ج نمبر ۲ ص نمبر ۱۵۰،دار الفکر)فقط واللہ اعلم

ماخذ:دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن، فتوی نمبر:۱۴۴۳۰۹۱۰۰۳۵۹، تاریخ اجراء:۰۹-۰۴-۲۰۲۲

(৫)

خنثی کی جنس کی تعیین کیسے کی جائے؟

سوال کا متن :میرا سوال جنس کے اعضاء کو ہٹانے کے لیے سرجری کے بارے میں ہے، میرے ناقص علم کے مطابق عام حالات میں یہ کروانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو کہ اس کے پاس دونوں جنسی عضو ہوں یا ایک واضح اور دوسرا غیر واضح ہو تو اس صورت میں والدین کو جنس کی تعیین کس طرح کرنی چاہیے؟ اور ایک دفعہ جنس کی تعیین کرنے کے بعد دوسرے والے جنسی عضو کو سرجری کے ذریعہ ہٹانا کیسا ہے؟

جواب کا متن 1 :۔ ایسا بچہ جس میں پیدائشی طور پر مرد وزن کے اعضاء مخصوصہ موجود ہوں، اس کی جنس کے تعیین کا طریقہ فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ پیشاب مردانہ عضو سے کرتا ہو، تو اسے مذکر قرار دیا جائے گا، اور اگر زنانہ عضو سے کرتا ہو، تو اسے مؤنث قرار دیا جائے گا، اور اگر اس کا پیشاب دونوں عضو سے نکلتا ہو تو جس عضو سے پہلے پیشاب نکلتا ہو اس ہی کا اعتبار کر کے جنس کی تعیین ہو گی، اور اگر دونوں عضو سے پیشاب ایک ہی ساتھ نکلتا ہو تو اس صورت میں جس عضو سے زیادہ پیشاب نکلتا ہو، اسی کا اعتبار کر کے جنس کی تعیین کی جائے گی، البتہ اگر دونوں عضو سے برابر پیشاب آتا ہو تو ایسی صورت میں وہ نہ مذکر قرار پائے گا اور نہ ہی مؤنث، اسے بالغ ہونے تک خنثی مشکل قرار دیا جائے گا، تاہم بلوغت کے وقت اگر اسے مردوں کی طرح احتلام ہو یا وہ اپنے آلہ تناسل سے جماع پر قادر ہو تو اسے مرد قرار دیا جائے گا، اسی طرح سے اگر وہ جماع پر تو قادر نہ ہو لیکن اس کی ڈاڑھی نکل آئے، یا اس کا سینہ مردوں کی طرح ابھار کے بغیر ہو تو ان تمام صورتوں میں وہ مرد کے حکم میں ہو گا، البتہ اگر اس کو حیض آجائے، یا عورت کی طرح اس سے ہم بستری ممکن ہو، یا اس کا سینہ خواتین کے سینہ کی طرح ابھر جائیں، یا اس کے پستانوں میں دودھ آجائے، ان تمام صورتوں میں وہ خواتین کے حکم میں ہو گا، اور اگر مذکورہ بالا مرد وزن میں فرق کی علامتوں میں سے فرق کرنے والی علامت ظاہر نہ ہو تو اسے خنثی مشکل قرار دیا جائے گا۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق جنس کی تعیین کرلی جائے۔

فتاوی ہندیہ میں ہے" :يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ الْخُنْثَى مَنْ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجَانِ قَالَ الْبَقَّالِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيَخْرُجُ الْبَوْلُ مِنْ ثُقْبَةٍ وَيُعْتَبَرُ الْمَبَالُ فِي حَقِّهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي السَّبَقِ فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ مِنْ جِنْسِهِ، وَقَالَا: يُنْسَبُ إلَى أَكْثَرِهِمَا بَوْلًا وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ

مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِالِاتِّفَاقِ، كَذَا فِي الْكَافِي قَالُوا: وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْإِشْكَالُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَأَمَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِدْرَاكِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فَإِنْ بَلَغَ وَجَامَعَ بِذَكَرِهِ فَهُوَ رَجُلٌ، وَكَذَا إذَا لَمْ يُجَامِعْ بِذَكَرِهِ وَلَكِنْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ فَهُوَ رَجُلٌ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَكَذَا إذَا احْتَلَمَ كَمَا يَحْتَلِمُ الرَّجُلُ أَوْ كَانَ لَهُ ثَدْيٌ مُسْتَوٍ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَزَلَ لَهُ لَبَنٌ فِي ثَدْيَيْهِ أَوْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْجِ فَهُوَ امْرَأَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ إحْدَى هَذِهِ الْعَلَامَاتِ فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ، وَكَذَا إذَا تَعَارَضَتْ هَذِهِ الْمَعَالِمُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَأَمَّا خُرُوجُ الْمَنِيِّ فَلَا اعْتِبَارَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَمَا يَخْرُجُ مِنْ الرَّجُلِ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ قَالَ: وَلَيْسَ الْخُنْثَى يَكُونُ مُشْكِلًا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ عَلَى حَالٍ مِنْ الْحَالَاتِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَحْبَلَ أَوْ يَحِيضَ أَوْ يَخْرُجَ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ يَكُونَ لَهُ ثَدْيَانِ كَثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ حَالُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ رَجُلٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ نَبَاتِ الثَّدْيَيْنِ كَمَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى أَنَّهُ رَجُلٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى)".- كِتَابُ الْخُنْثَى، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْخُنْثَى، ٦ / ٤٣٧ - ٤٣٨، ط: دار الفكر)

2۔ صورت مسئولہ میں جنس کی تعیین کے بعد دوسری جنس کے عضو کا جسم میں موجود ہونا چونکہ عیب کا باعث ہے، لہذا بذریعہ آپریشن اس کے ازالہ کی شرعا اجازت ہوگی، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: آپریشن سے جنس تبدیل کرانے کے بعد میراث میں حصہ

فقط واللہ اعلم

ماخذ: دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن-توی نمبر: ۱۴۴۱۱۰۲۰۱۲۲۷-تاریخ اجراء: ۱۱-۰۶-۲۰۲۰